পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 7 Saturday, 7 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা ❋ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শনিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

৬২ দিনে জয়নগরে নাবালিকার ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৬ ডিসেম্বরঃ কুলতলি নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা শোনাল বারুইপুর আদালত। শুক্রবার দুপুরে এই ফাঁসির সাজা শোনানো হয় দোষী মুস্তাকিন সর্দারকে। শুক্রবার প্রায় ২ ঘণ্টার সওয়াল-জবাব শেষে মুস্তাকিন সর্দারের মৃত্যুদণ্ড শোনালেন বারুইপুর পকসো আদালতের বিচারক। বৃহস্পতিবারই তাঁকে ওই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। মাত্র ৬১ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করল আদালত। আর জি কর খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। সেই রেশের মধ্যেই জয়নগরের এই নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সামনে আসে। বিক্ষোভ শুরু হয় জয়নগরেও। রাত জাগো কর্মসূচিও হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানিয়েছিলেন, এই ঘটনার দ্রুত বিচারের কথা বলেছিলেন। সিআইডি এই তদন্তের দায়িত্বভার নেয়। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। সেই ঘটনায় ৬১ দিনের মাথায় এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়। গতকাল আদালত মুস্তাকিনকে দোষী সাব্যস্ত করে। শুক্রবার আদালতে তোলার সময় সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি কিছু করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।’’ ‘কে ফাঁসাল?’, এই প্রশ্নের উত্তরে মুস্তাকিন বলেন, ‘‘পার্টির তরফে ফাঁসানো হয়েছে।’’ পরে আদালতে ২ ঘণ্টার সওয়াল-জবাব চলে। ফাঁসির দাবিতে সওয়াল করেন সরকারি আইনজীবী। গত অক্টোবর মাসের ঘটনা। আরজি কর কাণ্ডের আবহেই এক নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি। রাতভর এক নাবালিকাকে খোঁজাখুঁজির পর যখন দেহ উদ্ধার হয়, তখন ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল এলাকাবাসী। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল পুলিশকে। পকসো আইনে, খুনের মামলা ও ধর্ষণ-খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। অপহরণের ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রমাণ লোপাটের জন্য সাত বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার ৬১ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করল আদালত। এই মামলায় মোট ৩৬ জন সাক্ষী ছিলেন। গত ৪ অক্টোবর রাতে নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। রাতেই মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পরের দিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্তকে। ৭ অক্টোবর এই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। সিট গঠনের ঠিক ২৩ দিন পর অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর চার্জশিট জমা করা হয় বারুইপুর আদালতে। চার্জশিট জমা পড়ার ৬ দিন পর থেকে শুরু হয় সাক্ষ্য গ্রহণ। এক মাস পর ৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) অভিযুক্ত মুস্তাকিন সর্দারকে দোষী সাব্যস্ত করে বারুইপুর পকসো আদালত। আর আজ সাজা ঘোষণার পরই টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী। লিখলেন ‘৪.১০.২৪ তারিখে জয়নগরে একটি নাবালিকা মেয়েকে নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত মামলার অভিযুক্তকে আজ বারুইপুরের পকসো আদালত ঘটনার মাত্র ৬২ দিনের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। মাত্র দু'মাসের মধ্যে এমন একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমি রাজ্য পুলিশ এবং তদন্ত প্রক্রিযার সঙ্গে জড়িত সকলকে অভিনন্দন জানাই। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতি সরকারের জিরো টলারেন্স রয়েছে এবং ন্যায়বিচার যাতে বিলম্বিত বা অস্বীকৃত না হয় তা নিশ্চিত করতে থাকবে।’ অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন, ‘যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হতে হবে কঠোর! আজ, বারুইপুরের পকসো আদালত জয়নগরে একটি নাবালিকা মেয়েকে ভয়ঙ্কর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ৬২ দিনের মধ্যে অভূতপূর্ব রায় দিয়েছে। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে। বিশেষ করে এসপি পলাশ ঢালীর নেতৃত্বে এসআইটি তাদের অসাধারণ কাজের জন্য রেকর্ড ২৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করেছে। পরবর্তী বড় পদক্ষেপ হল অপরাজিতা অ্যান্টি-রেপ বিলের দেশব্যাপী বাস্তবায়ন, কারণ শক্তিশালী আইন এই ধরনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করার একমাত্র উপায়।’

পুলিশের তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা মমতার

রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদের সিটের নীচে টাকার বান্ডিল! তুমুল হইচই

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বরঃ অতীতে একবার লোকসভায় অনাস্থা বিতর্কের সময়ে বিজেপি বান্ডিল বান্ডিল টাকা টেবিলে ফেলে দাবি করেছিল, সাংসদ কেনাবেচার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। এবারের ঘটনাটা সেরকম নয়। রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির সিটের তলা থেকে উদ্ধার হলে টাকার বান্ডিল। শুক্রবার তা নিয়ে সংসদ ভবন জুড়ে তোলপাড় পড়ে গেছে। অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের হয়েও প্রচুর মামলা লড়েছেন। গত মেয়াদে তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। এমনিতে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল। অভিষেক কয়েক মাস আগে জানিয়েছিলেন, ২০০৬ সালে তাঁর মোট সম্পত্তি ছিল ৭৭.৬৪ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯২১ কোটি টাকায়। এদিন টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে হইচই হতে অভিষেক সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনাটি শুনে বিস্মিত’। তাঁর কথায়, ‘‘গতকাল ১২টা ৫৭-তে সভায় গিয়েছিলাম। মাত্র তিন মিনিট ছিলাম। ১টায় অধিবেশন মুলতুবি হলে ক্যান্টিনে যাই। সেখানে অযোধ্যা প্রসাদের সঙ্গে ৩০ মিনিট কাটাই। পুরো বিষয়টি আমার কাছে অজানা।’’ অভিষেক সিঙ্ঘভি আরও বললেন, ‘‘যে কেউ যেখানে খুশি কিছু রেখে দিতে পারলে নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। তদন্ত করে বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গলদ থাকলে তা প্রকাশ্যে আসা উচিত।’’ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় জানিয়েছেন, রুটিন অ্যান্টি-সাবোটাজ চেকিংয়ে উদ্ধার হয়েছে টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

‘আরজি করেও ফাঁসির সাজা হয়ে যেত, যদি না’, করজোড়ে কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বরঃ কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় সাজা ঘোষণা করেছে বারুইপুর পকসো আদালত। ঘটনার ৬১ দিনের মাথায় দোষীসাব্যস্ত মুস্তাকিন সর্দারকে ফাঁসির সাজা দিয়েছেন বিচারক। আর কুলতলির মামলায় সাজা ঘোষণার পরই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিলোত্তমার বাবা-মাকে ‘করজোড়ে’ আবেদন করে বললেন, ‘‘আপনারা অন্যের কথায় বিভ্রান্ত না হলে মেয়ের খুনে দোষীসাব্যস্ত ফাঁসির সাজা এতদিনে দেখতে পেতেন।’’ কুণালের মন্তব্যের জবাব দিলেন তিলোত্তমার বাবা। শুক্রবার বারুইপুর পকসো আদালত কুলতলির মামলায় সাজা ঘোষণার পর কুণাল বলেন, ‘‘কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দৃষ্টান্ত তৈরি হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ২ মাসের মধ্যে শাস্তি দিতে হবে এবং ফাঁসি চাইব। তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়েছে। ৬১ দিনের মাথায় ফাঁসির সাজা হল। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের পুলিশ ও আইনি বিভাগ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। যে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে, তার পরিবারকে ন্যায় বিচার দিতে পুলিশ তৎপর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দেখিয়ে দিল, ৬১ দিনের মাথায় ফাঁসির সাজা আদায় করে আনা যায়। অপরাজিতা বিলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘‘এইরকম অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত শাস্তির জন্যই অপরাজিতা বিল এনেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু, তা এখন দিল্লিতে পড়ে রয়েছে।’’ কুলতলির মামলার সাজার কথা উল্লেখ করে আরজি কর কাণ্ড টেনে আনেন কুণাল। বলেন, ‘‘আরজি করের ক্ষেত্রেও একদিনের মধ্যে অভিযুক্তকে ধরেছিল রাজ্য পুলিশ। তারপর হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। কিনারা তো কলকাতা পুলিশই করে দিয়েছিল। সিবিআইয়ের হাতে কিছু আনুষ্ঠানিকতা ছিল, তাতেই এত দেরি করছে সিবিআই। বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে উঠতে পারল না। আজকে যদি কলকাতা পুলিশের হাতে মামলা থাকত, তাহলে হয়তো আরজি করের ঘটনায় ফাঁসির সাজা হয়ে যেত। কারণ, আরজি করের ঘটনার অনেক পর কুলতলির ঘটনা ঘটেছে। কুলতলির মামলায় সাজার পর এটা বলা যায়, আরজি করের ঘটনা কলকাতা পুলিশের হাতে থাকলে এতদিনে সাজা ঘোষণা হতে পারত। যাঁরা অতিনাটক করলেন, তাঁরা আসল তদন্তের ক্ষতি করলেন।’’ তিলোত্তমার বাবা-মার উদ্দেশে কুণাল বলেন, ‘‘আমি তিলোত্তমার বাবা-মাকে করজোড়ে বলব, কুলতলির ঘটনাটা দেখবেন। কাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। আপনারা যদি কলকাতা পুলিশের উপর আস্থা রাখতেন, তাহলে এতদিনে ফাঁসির সাজা হয়ে যেত। তিলোত্তমার ন্যায় বিচার দিতে পারত কলকাতা পুলিশ। কুলতলির আগে তিলোত্তমাকাণ্ডে দোষীর ফাঁসির সাজা হত। কুলতলিতে আস্থা রেখেছে, দোষীর ফাঁসির সাজা হয়েছে। আপনারা যদি কলকাতা পুলিশের উপর আস্থা রাখতেন, তাহলে আপনাদের মেয়ের খুনির ফাঁসির সাজা দেখতে পারতেন।’’

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অপাসারিত হলেন শান্তনু সেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বরঃ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরানো হল শান্তনু সেনকে। মেডিক্যাল কাউন্সিলে রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এর আগে দলের মুখপাত্র পদ থেকে সরানো হয় ‘অভিষেক অনুগামী’ হিসাবে পরিচিত শান্তনুকে। সাম্প্রতিক কিছু বেফাঁস মন্তব্যের জেরেই কী অপসারণ? শান্তনু বাদ পড়তেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শান্তনুকে সরানোর জন্য সুপারিশ করেছিলেন কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ সুদীপ্ত রায়। তাঁর সুপারিশই শেষ পর্যন্ত সিলমোহর দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। তারপরই রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে সরকার মনোনীত প্রতিনিধির পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনকে। তার জায়গায় আগামীদিনে ওই জায়গায় কে আসবে তা নিয়ে চলছে চর্চা। সূত্রের খবর, পরবর্তী প্রতিনিধি খুব দ্রুত ঘোষণা হতে পারে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজনীতির আঙিনায়। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ব্যাট ধরে শোকজ নোটিস পেয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। যা নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। এদিকে সুদীপ্ত রায় আবার দলের ‘ওল্ড ব্রিগেডের’ প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে শান্তনুর পরিচিতি রয়েছে ‘অভিষেক অনুগামী’ হিসাবে। তার সুপারিশই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর।

মহাপরিনির্বাণ দিবসে আম্বেদকরকে স্মরণ, শ্রদ্ধার্ঘ্য উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ মহাপরিনির্বাণ দিবসে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল গোটা দেশ। ৬৯-তম মহাপরিনির্বাণ দিবসে, শুক্রবার সকালে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ।এছাড়াও সংসদ ভবনের লনে বাবাসাহেবের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখ।

কনকনে শীত নেই শিমলায়

শিমলা, ৬ ডিসেম্বর ঃ ইতিমধ্যেই দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেই দিন কেটেছে হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দাদের। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিয়েছে, এবারের শীতে স্বাভাবিকের চেয়ে উষ্ণই থাকবে হিমাচল প্রদেশ। শীতের মাস বলতে বোঝায়, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, এই ৩ মাসই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তাপমাত্রার ধরণ ও শৈত্যপ্রবাহের দিন অনুসারে এই বছর হিমাচল প্রদেশে স্বাভাবিক শীতের চেয়ে বেশি সময় উষ্ণই থাকবে। গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকার সম্ভাবনাই বেশি এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকার মাঝারি সম্ভাবনা রয়েছে। ডিসেম্বর মাস এসে গিয়েছে, এখনও শীতের দেখা নেই হিমাচলে। কনকনে ঠান্ডা নেই শিমলায়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসই সত্যি হতে চলেছে।

টিবি নির্মূল করতে শনিবার থেকে ১০০ দিনের অভিযান শুরু করবেন জে পি নাড্ডা

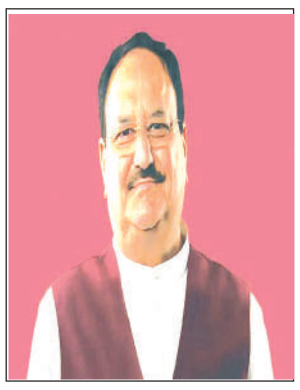

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ যক্ষ্মা রোগ এবং তার জেরে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তার মোকাবিলায় এবার ১০০ দিনের অভিযান শুরু হচ্ছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা হরিয়ানার পঞ্চকুলায় যক্ষ্মা মোকাবিলায় ১০০ দিনের অভিযান শুরু করবেন। জানা গেছে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরতি সিং রাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।জানা যাচ্ছে, এই উদ্যোগটি ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হবে। দ্রুত যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, কম সময়ে রোগ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

শীতে জবুথবু কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৬ ডিসেম্বর ঃকনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, আকাশ পরিষ্কার হতেই নামছে তাপমাত্রার পারদ। শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। তুলনামূলক ঠান্ডা জম্মুতেও। আর লেহ ও দ্রাস শীতে রীতিমতো কাঁপছে।আপাতত বৃষ্টি ও তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই জম্মু ও কাশ্মীরে। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এরপর ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

সুগম্য ভারত অভিযানঃসর্বজনীন সুগম্যতার রূপায়ণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৬ডিসেম্বরঃ সুগম্যতা বা অনায়াসে প্রবেশ ও যাতায়াতের বিষয়টি দিব্যাঙ্গজনদের (শারীরিক বা মানসিক প্রশ্নে অসুবিধায় থাকা) মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক পরিমণ্ডল তৈরি করার প্রশ্নে প্রথম শর্ত। তেমনটা না হলে দিব্যাঙ্গজনদের প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই বিশ্বকে দিব্যাঙ্গ-বান্ধব করে তুলতে হলে ঃ১) অতীতের ভ্রম সংশোধন এবং ২) ভবিষ্যতের যথাযথ পরিকল্পনা জরুরি। অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে দুর্গম্য পরিসরগুলিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং সুগম্য করে তোলা এই সময়ের দাবি। বাড়ি-ঘর, যানবাহন এবং যোগাযোগ সহ অন্য সব পরিসরে দিব্যাঙ্গজনের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। শুধুমাত্র জন্ম থেকে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্যই নয়, যেসব প্রবীণরা কানে কম শোনেন, চোখে কম দেখেন, চলাফেরায় অসুবিধা বোধ করেন- তাঁদের জন্যও সুগম্য পরিকাঠামো ও পরিমণ্ডল গড়ে তোলা দরকার। লক্ষ্যঃ দিব্যাঙ্গ এবং প্রবীণদের জন্য সর্বজনীন সুগম্যতা নিশ্চিত করতে ২০১৫-এর ৩রা ডিসেম্বর সুগম্য ভারত অভিযানের সূচনা হয়। এই কর্মসূচি সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের দিব্যাঙ্গজনের ক্ষমতায়ন দফতর দেশজুড়ে সুগম্য ভারত অভিযানের সূচনা করে। এর লক্ষ্য, দেশের জনসংখ্যার যে ১৫ শতাংশ কোন না কোনওভাবে দিব্যাঙ্গ, তাঁদের সুগম্যতা সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করা। এর তিনটি স্তম্ভ রয়েছে- বাড়িঘরের সুগম্যতা, যানবাহন পরিমণ্ডলের সুগম্যতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সুগম্যতা। এই কর্মসূচির মন্ত্র সুগম্য ভারত ক্ষমতায়িত ভারত । কর্মকাণ্ড ২০১৬-য় দিব্যাঙ্গজনের ক্ষমতায়ন দফতর একটি পরিচালন সমিতি গড়ে তোলে - যার সদস্য হিসেবে রাখা হয় দিব্যাঙ্গজনদের নিয়ে কাজ করা এবং সুগম্যতার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের। প্রতিটি পরিসরে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুগম্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সমিতি একটি কৌশলগত প্রতিবেদন তৈরি করে। যেসব পরিসর বা বাড়িঘর সুগম্য নয়, তাদের সংস্কারসাধনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে একটি পোর্টাল ও অ্যাপেরও সূচনা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিটি দিব্যাঙ্গজনের সুগম্যতার অধিকার আইন ২০১৬-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৫ নম্বর ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুগম্যতা সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ, বিধি নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন হয় ধারাবাহিকভাবে। সুগম্যতার বিষয়টি শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন অধিকার নয়, তা দিব্যাঙ্গজনের প্রাপ্য সব অধিকার নিশ্চিত হওয়ার প্রশ্নে প্রাথমিক শর্ত। উদ্‌যাপন ও পর্যালোচনাঃ সুগম্য ভারত অভিযানের সূচনার ৯ বছর পর এ বিষয়টি স্পষ্ট তা হল, আইনে সুগম্যতার অধিকারের কথা বলা থাকলেও এবং প্রচারাভিযানের মাধ্যমে এই বিষয়টির সঙ্গে যুক্তদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও, বহু ক্ষেত্রেই সার্বিক প্রশ্নে কাজ তেমনভাবে এগোয়নি। আমাদের সকলের উচিত এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা এবং সর্বজনীন সুগম্যতা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতঃ সুগম্য ভারত অভিযানের লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং কর্মজীবনে স্বাধীনভাবে কাজ করায় দিব্যাঙ্গজনেদের সক্ষম করে তোলা। এজন্য গ্রামে ও শহরে সর্বত্র সাধারণ মানুষের মতো দিব্যাঙ্গজনের সুগম্যতা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। অংশীদারিত্বঃ অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বাধা দূর করার জন্য সুগম্য পরিকাঠামোর নির্মাণে সরকারী এবং বেসরকারী - উভয়ক্ষেত্রেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা বাণিজ্য মহল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, দিব্যাঙ্গজন, দিব্যাঙ্গজনেদের বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ, অসরকারি সংগঠন- সব পক্ষের কাছেই এই কাজে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসার আবেদন রাখছি। তবেই ' পিছনে পড়ে নেই' এবং ' হোক বাস্তব' মন্ত্রের সফল রূপায়ণ সম্ভব হবে !!

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের অব্যাহত নীতি

বিশ্বসংবাদসংস্থা(ওয়াশিংটন)ঃ- জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার চাপ প্রয়োগ ও কূটনীতির দ্বিমুখী নীতির আওতায় ঘোষণা করেছে যে তারা ইরানের ৩৫ কোম্পানি ও জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। এইসব কোম্পানি ও জাহাজ বিদেশে ইরানের তেল পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় দেশটির অর্থনৈতিক যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ পরিচালনায় কেন্দ্রীয় কমান্ড সেন্টারের ভূমিকা পালন করছে। এই মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার বলেছে, তাদের এই নিষেধাজ্ঞা ইরানের তেল খাতের ব্যয় বা।ায়ে দিবে। ওই মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ইরানের তেল-খাত থেকে অর্জিত আয় দিয়ে দেশটির পরমাণু কর্মসূচির অর্থ যোগান দেয়া হয় এবং এ ছাড়াও ইরানি ড্রোন ও উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কাজের পাশাপাশি নানা দেশে তপর ইরানপন্থী সেনাদের অর্থ ও বস্তুগত সহায়তায়ও ব্যবহার করা হয় ইরানি তেল-খাত থেকে আসা অর্থ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার ২০১৮ সালে একতরফাভাবে ইরানের সঙ্গে ৬ ব। শক্তি এবং জাতিসংঘের সমন্বয়ে স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা থেকে বের হয়ে যায় ও ইরানের ওপর কঠোরতম নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। নানা অজুহাত দেখিয়ে জো বাইডেনের সরকারও চাপ প্রয়োগ ও কূটনীতির দ্বিমুখী নীতির আওতায় ইসলামী ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখে। বাইডেন সরকার এমন সময় এসব পদক্ষেপ নিয়েছে যখন ইউরোপীয় জোট ও ব্রিটেন ইরানের বিমান ও শিপিং লাইনের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছে যাতে ইরানের তেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়। বাইডেন সরকার ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নজর রাখছে না বলে ট্রাম্প যে অভিযোগ করেছে ইরান বিরোধী নতুন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তার জবাব দিল বিদায় হতে যাওয়া এই মার্কিন সরকার।প্রায় ৪৪ বছর ধরে ইরানের তেল খাতসহ নানা খাতের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে মার্কিন সরকার। ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে এনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিল যে সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ইরানের ওপর যাতে ইরানের তেল রপ্তানি শূন্যে নেমে আসে।নজিরবিহীন ওইসব চাপ সত্ত্বেও ইসলামী ইরান মার্কিন অযৌক্তিক ও অবৈধ দাবিগুলো কখনও মেনে নেয়নি এবং খোদ বাইডেন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ট্রাম্পের ওইসব চাপ ব্যর্থ হয়েছে। এখন বাইডেনও ট্রাম্পের সেই একই পন্থা অনুসরণ করছে। ইরান ট্রাম্পের ওইসব চাপ উপেক্ষা করে বরং তেল রপ্তানি আগের চেয়েও বা।াতে সক্ষম হয়েছে এবং মার্কিন কর্মকর্তারাও তা স্বীকার করেছেন।মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এক প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে গত কয়েক বছর ধরে ইরানের সামষ্টিক বা সামগ্রিক অর্থনীতির সূচকগুলোর উন্নতি ঘটছে। জ্বালানি বিষয়ক তথ্য এজেন্সি জানিয়েছে, ইরানের অপরিশোধিত জ্বালানী তেলের দাম ব্যাপক মাত্রায় বে।ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়ার পর দেশটির প্রতি ব্যারেল জ্বালানী তেলের দাম ২৯ ডলার থেকে বে। ২০২২ সালে ৮৪ ডলারে ওঠে। জ্বালানী তেলের দামের ওপর মার্কিন সরকারের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে জ্বালানী তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাইডেনের নিষেধাজ্ঞাগুলো ব্যর্থ হয় বরং ইরান আগের চেয়েও বেশি লাভবান হয়েছে। অন্য কথায় মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ইরান বিরোধী নিষেধাজ্ঞাগুলো ইরানের জন্য শাপে বর ও মার্কিন সরকারগুলোর জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে ট্রাম্প দ্বিতীয় বারের মত মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ইরানের ওপর আবারও সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের নীতি আরও ব্যাপক পরিসরে অব্যাহত থাকবে যদিও তার এ ধরনের নীতি প্রথমবারের ক্ষমতার মেয়াদে ব্যর্থ হয়েছিল।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র, জেল-মুক্তি এখনই নয়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জামিন পেলেন কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র। তবে এখনই তাঁর জেল-মুক্তি হচ্ছে না। কারণ ইডি মামলায় জামিন পেলেও, সিবিআই মামলার জেরে তাঁকে জেলেই থাকতে হচ্ছে। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তিনটি শর্তে জামিন দিয়েছেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে। বলা হয়েছে, মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও তথ্য ও প্রমাণ নষ্ট করা যাবে না। সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না। এছাড়াও পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। নিম্ন আদালতের এলাকার বাইরেও যেতে পারবেন না তিনি।

শিক্ষাবিদ ডঃ ভীমসেন সিং প্রজ্ঞা মেইলের প্রথম সমাজকর্মী পুরস্কারের জন্য মনোনীত

বিশেষ প্রতিবেদক(নয়াদিল্লি)ঃপ্রতিটি উদ্যোগেই এগিয়ে রয়েছে প্রজ্ঞা মেইল। এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে, প্রথমবারের মতো প্রজ্ঞা মেল সমাজসেবার জন্য প্রথম প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র বর্মণ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড দিতে চলেছে সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ ডঃ ভীমসেন সিংকে। এই পুরস্কারটি প্রজ্ঞা মেলের তৃতীয় বহুভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন এবং সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৪-এ দেওয়া হবে, যা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ বিশ্ব যুব কেন্দ্র, চাণক্যপুরী, নয়াদিল্লির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হবে। পরিবারে সন্ন্যাসী-সদৃশ পিতার সাধু স্বভাবের কারণে সন্তানেরা তাদের শ্রদ্ধেয় মাতৃস্নেহের ছায়ায় সংগ্রামী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাটনা কলেজ থেকে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরোরি মাল কলেজে পড়াশোনা করতে আসেন, ডক্টর ভীমসেন জির ছাত্রজীবন ছিল খুবই সংগ্রামী এবং জেএনইউতে পড়ার সময় তাকে অনেক আদর্শিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি আটকে যান। তার চিন্তাধারা এবং নীতির সাথে আপস করেনি। তাঁর জীবনের ৭৫ বছরের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। ভারতীয় জীবনদর্শন অনুসারে, একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব জন্মের সময় গ্রহ, নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী, সামাজিক পরিবেশ এবং ব্যক্তির নিজস্ব মৌলিক প্রবণতা, প্রকৃতি, স্বভাব এবং আচরণ অনুসারে গঠিত হয়। যা জ্ঞান, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমন্বয়ে একজন ব্যক্তির কর্মযোগের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। একইভাবে, কর্মযোগী ডক্টর ভীমসেন সিং জি শিক্ষা জগতে একটি সুপরিচিত নাম। অনেক বাধা অতিক্রম করে, তিনি শুধুমাত্র দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবেই নয়, ১০ বছর সত্যবতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ১৮ বছর সত্যবতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবেও অবসর গ্রহণ করেন। ডঃ ভীমসেন সিং ভারতীয়ত্ব এবং জাতীয়তাবাদের একজন শক্তিশালী সমর্থক।লক্ষণীয় যে এর আগে প্রজ্ঞা মেলার আয়োজক কমিটি আসামের ডিমাসা লেখিকা শ্রীমতি অনুপমা নাইডিংকে আজীবন সাহিত্য সাধনা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছিল। প্রজ্ঞা মেল বহুভাষিক জাতীয় কবিতা সম্মেলন আয়োজক কমিটি শীঘ্রই উদীয়মান কবিদের জন্য দুটি পুরস্কার ঘোষণা করবে, সাহিত্য রত্ন এবং কবি রত্ন।

শীতের ভাপা পিঠা’ বিক্রির ধুম পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর,৬ ডিসেম্বরঃবাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা । এই জেলার বিভিন্ন খাবারের সুনাম রয়েছে বরাবরই । খাবারের তালিকাটাও বেশ ব। । জনপ্রিয় খাবারগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষীরের দই, নলেন গুড় আর নলেন গু।রে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী । তবে কুয়াশা আচ্ছাদিত সকালে কিংবা হিমেল সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে আসা ভাপা পিঠার মন মাতানো গন্ধে নস্টালজিক হয়ে পড়েন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী । গরম আর সুগন্ধি ঘ্রাণে মন আনচান করে ওঠে সবার। পেড়র শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই শীতের আগমনী বাতার্য় ‘ ভাপা পিঠা’ বিক্রির ধুম পড়েছে । শীত এলেই একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা সকাল-বিকাল এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত এ ব্যবসায় ব্যস্ত সময় কাটান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পেড়র শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তার মোড়ের দোকানগুলিতে চলছে ঐতিহ্যবাহী ভাপা পিঠার তৈরির প্রক্রিয়া । এই পিঠার স্বাদে ক্রেতারা মুগ্ধ । শীতের সময় এখানকার নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ভাপা পিঠার ব্যবসা ।কুয়াশা ঢাকা সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় গরম ভাপা পিঠার মজাই আলাদা। একদিকে ভাপা-পিঠার স্বাদ আর অন্যদিকে চুলার আগুন আর জলীয় বাষ্পের উত্তাপ যেন চাঙ্গা করে দেয় দেহমন। অনেকেই পিঠার দোকানে চুলার পাশে বসেই গরম পিঠা খাচ্ছেন। পরিবারের চাহিদা মেটাতে কেউ কেউ আবার পিঠা কিনে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অফিস, দোকান, ক্লাব, আড্ডাতেও এই পিঠার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে শ্রমজীবী, রিকশাচালক, ড্রাইভার, শ্রমিকসহ অভিজাত পরিবারের লোকজনের কাছে প্রিয় শীতের এই পিঠা। প্রসঙ্গত, চালের গুঁড়োর সাথে আটা বা ময়দা মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভাপা পিঠার মতো দেশী জাতের পিঠা। মাটির চুলায় খড়ি অথবা জ্বালানি গ্যাস পু।িয়ে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পযর্ন্ত পিঠা তৈরি ও বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। জেলার বিভিন স্থানে ভাপা পিঠার দোকানে সকাল-সন্দ্যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লেগেই থাকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের এক পিঠা ব্যবসায়ী হারান রায় জানান, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এ ব্যবসা চালাচ্ছেন তিনি। গরমে তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও শীতের মরসুমে তিনি ভাপা পিঠা ও সেদ্ধ ডিম বিক্রি করে পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থান করেন । সেই উপার্জনেই সুখে-শান্তিতে দিনযাপন করছেন।জানা যায়,হারানবাবুর তৈরি পিঠার বেশ সুনাম রয়েছে এলাকায় । শিতের মরশুম শুরু হতেই তাঁর দোকানে ভি। জমাচ্ছেন ক্রেতারা । বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে । প্রতি পিঠার মূল্য নিচ্ছেন পাঁচ ও দশ টাকা করে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০-৭০০ টাকার পিঠা বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভাপা পিঠা প্রস্তুতকারক হারান রায়।

রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই, সিদ্ধান্ত মুদ্রানীতি কমিটির

মুম্বই, ৬ ডিসেম্বর ঃ আবারও বাড়ছে না রেপো রেট। শুক্রবার সকালে স্বস্তির খবর দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। যার অর্থ, আপাতত রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ গুনতে হবে না গ্রাহকদের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ৪ঃ২ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটি রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, মুদ্রানীতি কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইভাবে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.২৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.৭৫ শতাংশ।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, এই বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপি-তে প্রবৃদ্ধি ৫.৪ প্রত্যাশিত তুলনায় অনেক কম বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এই পতন শিল্প প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের নেতৃত্বে ছিল যা ৭.৪ শতাংশ থেকে বেড়েছে।

আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, লোকসভায় হইচই

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ আদানি ঘুষ-কাণ্ডে শুক্রবারও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। হাতে সংবিধান নিয়ে শুক্রবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রমুখ।এদিকে, লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে, সংসদের নিম্নকক্ষেও আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে লোকসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

দূষণ কমছে দিল্লিতে, ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে ধীরে ধীরে কমছে তাপমাত্রার পারদ, একইসঙ্গে দূষণও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমেছে। শুক্রবার সকালেও শীতের আমেজ গায়ে মেখেই ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীর। আর দূষণ কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলছেন রাজধানীর বাসিঃদারা।দূষণ অনেকটাই কমলেও, শুক্রবার সকালে রাজধানীর নানা অঞ্চল ধোঁয়াশার হালকা আস্তরণে ঢেকে ছিল। সঙ্গে ছিল হালকা কুয়াশা। দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতেই ধীরে ধীরে শীত বাড়ছে। শীতল হাওয়ায় ঠান্ডার পরশ উত্তর প্রদেশেও।ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ ডিসেম্বর থেকে বেশ কিছু পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসতে চলেছে, এর ফলে ৮ ও ৯ ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টি হতে পারে। ৭-৮ ডিসেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ পঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু অংশে কুয়াশা থাকতে পারে। আপাতত তাপমাত্রা খুব বেশি নামবে না।

ঝাড়খন্ড মন্ত্রিসভায় দফতর বন্টন হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ৬ ডিসেম্বর ঃ মন্ত্রিসভা বৃদ্ধির পর এবার মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ঝাড়খন্ড প্রশাসন।জানা গেছে, রাধাকৃষ্ণ কিশোরকে অর্থ, বাণিজ্য কর, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পাশাপাশি সংসদীয় বিষয়ক দফতর দেওয়া হয়েছে। দীপক বিরুয়া পেয়েছেন রাজস্ব, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহন দফতর। সঞ্জয় প্রসাদ যাদব পেয়েছেন শ্রম, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দফতর। রামদাস সোরেনকে দেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা, সাক্ষরতা দফতর। ইরফান আনসারিকে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ-সহ খাদ্য, গণবন্টন, উপভোক্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর দেওয়া হয়েছে। হাফিজুল হাসান পেয়েছেন জলসম্পদ ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর। দীপিকা পান্ডে সিংকে দেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ দফতর। যোগেন্দ্র প্রসাদ পেয়েছেন পানীয় জল ও স্যানিটেশন দফতর। সুদিব্য কুমারকে পর্যটন, শিল্প-সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে নগরোন্নয়ন এবং আবাস, উচ্চ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দফতর দেওয়া হয়েছে। শিল্পী নেহা তিরকি পেয়েছেন কৃষি, পশুপালন ও সমবায় দফতর।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের প্রস্তুতি তুঙ্গে, খামতি রাখছে না যোগী সরকার

প্রয়াগরাজ, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ ২০২৫-এর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। কোনও রকম খামতি রাখতে চাইছে না যোগী আদিত্যনাথ সরকার। আর তাই ৭ ডিসেম্বর, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরেজমিনে প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করবেন। তারপর ১৩ ডিসেম্বর প্রয়াগরাজে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।প্রয়াগরাজে এসে মেলা ক্যাম্পাসে স্থাপিত কেন্দ্রীয় হাসপাতাল, পাবলিক অ্যাকোমোডেশন সেন্টার এবং লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেন্টারের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করবেন তিনি। মহাকুম্ভ-২০২৫ আগামী ১৩ জানুয়ারি পৌষ পূর্ণিমা স্নানের সঙ্গে শুরু হবে। হাতে আর বেশি সময় নেই, তাই যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।ধর্মীয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য মহাকুম্ভ মেলা জেলার পাশাপাশি সমগ্র শহরে অনেক স্থায়ী এবং অস্থায়ী নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে তাঁবুর শহর। যাতে ভক্তদের থাকার কোনও অসুবিধা না হয়।

৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্প ক্যালিফোর্নিয়ায়, সুনামির সতর্কতা প্রত্যাহার

ক্যালিফোর্নিয়া, ৬ ডিসেম্বরঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.০। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বৃস্পতিবারের এই ভূমিকম্পের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়, পরে তা প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্পের পরই উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ ওরেগন উপকূলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় ২৬০ মাইল (৪১৮ কিমি) উত্তরে হামবোল্ট কাউন্টির একটি ছোট শহর ক্যালিফোর্নিয়ার ফার্ন্ডেল শহরের সবচেয়ে কাছে। এই ভূমিকম্পের পর কোনও হতাহত অথবা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় একটু একটু করে কমছে তাপমাত্রার পারদ, চলতি সপ্তাহের শেষেই ১৫ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ১০ থেকে ১২ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে। এমনকি, দার্জিলিং ও কালিম্পঙের উঁচু জায়গাগুলিতে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার দাপটেই রাতের পারদ নামতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী তিন দিনে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি কমে যেতে পারে।। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫৫মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫১মনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২০ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২১ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ৫ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৫ পোইনু, আসামঃ২০ অঘোন, মুসলিম ৪-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৫ঃ ৫৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৯ঃ ০১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৯ঃ ৪৫(৬) এবং অস্তঃরাত্রি ০৯ঃ৩৪ঃ ৫৫(৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) সকাল ঘ ১০ঃ৫৫ঃ০২ দং ১২২৩৭.৫ পর্যন্ত কাল ঘ ০৯ঃ২৯ঃ ০০ দং ৮২৫৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ শ্রবণা বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৮ঃ৩৪ দং ২৬৪৬২৭.৫ পর্যন্ত পরে ধনিষ্ঠাকরণঃবালব সকাল ঘ ১০ঃ ৫৫ঃ০২ দং ১২২৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রিঃ১০ঃ১৫ঃ০৫ দং ৪০২২৪৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল যোগঃধ্রুব সকাল ঘ ১১ঃ০০ঃ৪৮ দং ১২১৭২.৫ পর্যন্ত পরে ব্যাঘাতঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৫ঃ ৫৯ থেকে - ০৬ঃ৪৮ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩১ঃ৪৪ থেকে - ০৯ঃ ৪০ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৮ঃ ৫৯ থেকে - ০২ঃ৪০ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৩ঃ২১ থেকে - ০৪ঃ ৪৯ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ১৪ থেকে - ০৯ঃ১৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৪ঃ০৭ থেকে - ০৩ঃ ২৬ঃ৩৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৯ঃ ৪৪ থেকে - ০৬ঃ০৫ঃ৫৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৮ঃ১৪ঃ৩৭ থেকে - ০৮ঃ৫৭ঃ২৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ৩৫ঃ২১ থেকে - ০৭ঃ২৮ঃ২৯ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ৪৬ঃ৪৬ থেকে - ১০ঃ০৭ঃ১০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৭ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৭ঃ৩৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ০৮ঃ২০ থেকে - ০৯ঃ৪৭ঃ৫৬ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭২০৪৩১৯ (১৮) ২ পদচন্দ্রঃ১০০৬৩৩ (২৩) ৩ পদমঙ্গলঃ৩১০৪০৩০ (৮) ৩ পদবুধঃ ৭১২৩৬৪৫ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২৩১৫৩১ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯৪৪৮৪৬ (২১) ৩ পদশনিঃ ১০১৫৪২১৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০৫৪৩০ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০৫৪৩০ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৫৬ঃ ২৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ ৪৩ঃ২১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ১৬ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৪৭ঃ৪৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ২৮ঃ২৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ২৬ঃ৪৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৪০ঃ০৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ০৭ঃ০৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১৭ঃ১৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩১ঃ২৯ পর্যন্ত।

দাভা ইন্ডিয়ার নতুন পদক্ষেপ স্টপ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স

দুরন্ত বার্তা, ৬ ডিসেম্বর ঃ স্টপ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ পরিবারের মহিলা পূরুষ,এমনকি শিশু দেরও উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বেড়ে উঠুক এমনটাই পদক্ষেপ নিল দাভা ইন্ডিয়া। স্টপ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে ঘোষণা হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সকলের নাগালের মধ্যে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ-মানের জেনেরিক ওষুধ আনার জন্য নিবেদিত, দাভা ইন্ডিয়া। যার সদর দপ্তর গুজরাটের সুরাটে অবস্থিত। জোটা হেলথকেয়ার লিমিটেডের গ্রুপ কর্ণধার ডাঃ সুজিত পালের প্রচেষ্টায় ১২০০ লোকেশন এবং ১.২ কোটিরও বেশি খুশি গ্রাহকের সাথে দাভাইন্ডিয়া দ্রুত ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধ ব্যবসার পাশাপাশি দাভা ইন্ডিয়া পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলায় দৃষ্টান্ত মূলক উদ্যোগ নিল।

অভিযোগ সেচ দফতরের অধীনে থাকা খাল গ্রাম পঞ্চায়েত লিজ দিয়ে টাকা রোজগার করছে

অভিজিৎ হাজরা, শ্যামপুর, হাওড়া ঃ এলাকার সমস্যার কথা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারংবার জানানো স্বত্বেও কোনো সুরাহা হয় নি বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ই পঞ্চায়েত প্রধান।এর পরিপ্রেক্ষিতেই পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ' খাল কেটে সেই মাটি বিক্রি করে দেব ' । তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, ' নাচা ও সুতি খালগুলির একাধিক জায়গায় খালের স্রোতকে আটকে দিয়ে জলকে ঘিরে মাছ ধরার যন্ত্র বসিয়ে মাছ ধরছে কারবারিরা। এই ভাবে মাছ ধরার উপায়টি বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে '। এহেন চিত্র ই ধরা পড়ল গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ নং ব্লকের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায়। পঞ্চায়েত প্রধান এও অভিযোগ করেন, ' এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা ছাড়া ও পাশ্ববর্তী অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গুলিতে ও এক ই অবস্থা চলছে। পঞ্চাযেত় তার নিজস্ব তহবিল বাড়িয়ে চলেছে এলাকার সুতি খাল,নাচা খাল গুলি দূরত্ব ভিত্তিক লিজ দেওয়ার মাধ্যমে।এর ফলে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এলাকার ধান চাষ, সব্জি চাষ,মাছ চাষ।ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষীরাও। এলাকার মূল ফসল ধান এই অবস্থায় জলের তলায়। কয়েক শো বিঘার জমির আমন ধান উঠার মুখে জমিতে জল জমে থাকার কারণে আমন ধান নষ্ট হতে বসেছে।জল নিকাশী ব্যবস্থা না থাকার কারণে অতিবৃষ্টির কারণে জমির জল ও

পুকুরের জল জমে গেছে। এই অবস্থা প্রসঙ্গে চাষীদের অভিযোগ আগে জমির জমা জল খাল গুলির মাধ্যমে বেরিয়ে যেত। গত কয়েক বছর ধরে কোন রকম নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই পঞ্চায়েত খাল গুলির উপর বাড় বসিয়ে চাষীদের মাছ ধরতে দেওয়ার কারণে নিকাশি ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে জমিতে জল জমেছে। এই বিষয়ে শ্যামপুর ২ নং ব্লকের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসন্দর মেটিয়া এই অবস্থার জন্য সরকারি ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, ' খাল গুলি সংস্কারের জন্য বারংবার প্রশাসনিক দফতর গুলির কাছে আবেদন করা হয়েছে। এই দাবির কথা বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীকে জানিয়ে ও কোনো সুরাহা হয় নি। এই জন্য বিঘার বিঘা জমি সহ কয়েক হাজার চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে '। তিনি এবার সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিকল্প নাই ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রশাসনিক স্তরে, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ ও আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ' এই অবস্থা চলতে থাকলে চাষীদের স্বার্থে এজেন্সি ডেকে খাল কেটে মাটি বিক্রি করে দেওয়া হবে ' । এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা বলছেন, ' এটা মাটি বিক্রির আগাম ঘোষণা ও চক্রান্ত ' । শ্যামপুর ২ নং ব্লকের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার রহমান খান বলেন, ' যে ভাবে খালগুলি বুজিয়ে চাষীদের সর্বনাশ করা হচ্ছে, তাতে খাল কেটে মাটি বিক্রি করার যে ঘোষণা পঞ্চায়েত প্রধান করেছেন তা আসলে টাকা রোজগারের রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই একি সুরে কথা বলেছেন এলাকার বি জে পি-র নেতা-নেত্রীরাও। বিষয় টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন শ্যামপুর ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জু গুহ মজুমদার।সেচ দফতরের অধীনে থাকা খাল গ্রাম পঞ্চায়েত এই ভাবে লিজ দিতে পারে কিনা-এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ের থেকে লোপাটে ব্যস্ত ছিল পুলিশ, সরকারের মনোভাব ঢিলেঢালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বরঃ জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকা মিছিলে সামিল হয়েছিলেন আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতার বাবা-মা। মিছিল শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তাঁরা ফের একবার প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে সিবিআই, যারা এখন এই ঘটনার তদন্ত করছে তাঁদের প্রতি ভরসা আছে বলেই জানান তাঁরা। এও বলেন, সিবিআই-কে পর্যাপ্ত সময় তাঁরা দেবেন। শুক্রবারই জয়নগর কাণ্ডের সাজা ঘোষণা হয়েছে। নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আদালত। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমাদের সাহস আরও বেড়ে গেল। আমরাও চাই আমাদের মেয়ের ঘটনায় কঠোরতম সাজা হবে এবং আশা রাখছি তা হবেই।'' জয়নগরের ঘটনার ৬২ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু আরজি করের ঘটনার ১০০ দিন হয়ে গেলেও বিচার হয়নি। এই নিয়ে তাঁরা হতাশ কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে নির্যাতিতার বাবা জানান, হতাশার জায়গা নেই। সিবিআইকে সময় দিতে হবে। আরজি করের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিরাট সমালোচনা হয়েছে। নির্যাতিতার বাবাও বলছেন, সরকারের মনোভাব শুরু থেকে ঢিলেঢালা ছিল এবং পুলিশ তথ্য প্রমাণ জোগাড়ের থেকে বেশি তথ্য প্রমাণ লোপাটে ব্যস্ত ছিল। এর প্রমাণ এখন সকলের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এতকিছুর পর সিবিআই তদন্তভার নিয়েছে তাই সময় দিতেই হবে। আর তাঁরা সিবিআইকে সেই সময় দেবেন। একই সঙ্গে আশা, আরজি করের ঘটনার বিচারও খুব শীঘ্রই হবে। তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর মনে হয়েছিল তাঁর মেয়ে বিচার পাবে। কিন্তু দেখা যায় প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাব রয়েছে এবং পুলিশ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে কাজ করছে। তাই এখন সিবিআই-কে সময় না দিলে হবে না। তাঁরাও সময় চেয়ে নিয়েছে। তাই তাঁরা ভরসা হারাচ্ছেন না। তবে সরকার এবং সিবিআই-এর ওপর চাপ বজায় রাখতে পথে নেমে আন্দোলন চলবে বলেও জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। প্রসঙ্গত, জয়নগরের নাবালিকার ধর্ষণ-খুনের ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। এর ২৫ দিনের মাথায়, গত ৩০ অক্টোবর পেশ হয় চার্জশিট। আর বৃহস্পতিবার, ৫ ডিসেম্বর মুস্তাকিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। শুক্রবার হয় রায়দান। এতেই সাহস বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা।

জয়নগর কাণ্ডের সাজা ঘোষণার পর বললেন তিলোত্তমার বাবা

মহাপরিনির্বাণ দিবস উদযাপিত পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল মহাপরিনির্বাণ দিবস। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের স্মরণে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। পূর্ব রেলের সদর দফতরে ফেয়ারলি প্লেসে এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি। অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সুমিত সরকার, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনাল অফিসার জারিনা ফিরদৌসি তৎসহ সমস্ত বিভাগের প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সকলেই পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন। উল্লেখ্য, ড. ভীমরাও আম্বেদকর অধিক পরিচিত বাবা সাহেব আম্বেদকর নামেই। এই উপলক্ষে হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার'স অফিস ও শিয়ালদহ, মালদা ও আসানসোল ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য অফিসে কর্মী ও অফিসারেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

নদীয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৯০ লাখ টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা, আটক ব্যক্তি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ নদীয়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা চোরাচালানের অভিযোগে এক ভারতীয়কে আটক করেছে সীমান্তের নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) । বৃহস্পতিবার ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে আনুমানিক ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের পাঁচটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার বিএসএফের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফের ৩২তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এলাকায় বাসে করে যাতায়াতকারী এক ব্যক্তিকে আটক করে। অভিযুক্তকে তল্লাশি করে দেখা যায়, তার কোমরে বাঁধা অর্থোপেডিক বেল্টে সোনার বিস্কুটগুলি লুকিয়ে রেখেছিল। এই সোনার বিস্কুটগুলির মোট ওজন ১.২ কেজি। অভিযুক্তকে আটক করার পর বিএসএফ তাকে স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সোনা চোরাচালানের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চক্রের যোগসূত্র থাকতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টির তদন্ত চলছে।

টিকিট কাউন্টারের সামনে অচৈতন্য, হাসপাতালে মৃত্যু বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ ডিসেম্বর ঃ টিকিট কাউন্টারের সামনে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার বৃদ্ধার হাসপাতালে মৃত্যু।হাওড়া স্টেশনের সাবওয়েতে টিকিট কাউন্টারের সামনে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধাকে হাসপাতালে আনা হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলো। বৃহস্পতিবার ওই ঘটনা ঘটে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, প্রায় ৭০ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মহিলার বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তবে, কি কারণে তাঁর মৃত্যু হল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃতার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

আবাসের টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেনি, অভিযানে পুরপিতা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ আবাস যোজনার টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেনি সে সমস্ত উপভোক্তার বাড়ি পরিদর্শন করে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি চেয়ারম্যানের। বালুরঘাট পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এমনই বেশ কিছু বাড়ি পরিদর্শন করেন শুক্রবার বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। উপভোক্তাদের বাড়ি পরিদর্শন করে তাদের সাত দিনের মধ্যে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করবার নির্দেশ দেন না হলে সাত দিনের মধ্যে সেই আবাস যোজনার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন চেয়ারম্যান তাহলে সাত দিন পর এই সমস্ত উপভোক্তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে পৌরসভা বলে হুঁশিয়ারি দেন চেয়ারম্যান।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ৩টি নতুন রেল লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ০৭.১২.২০২৪ তারিখে ওড়িশার বাংরিপোসি থেকে বাদামপাহার-কেন্দুঝাড়গড়, বাংরিপোসি-গোরুমাহিসানি এবং বুড়ামারা-চাকুলিয়ার মধ্যে নতুন লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। বাদামপাহাড়-কেন্দুঝাড়গড় নতুন রেল লাইন ৮২ কিলোমিটারের এই নতুন লাইন প্রকল্পটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এবং কেওনঝার জেলাগুলিকে কভার করবে। ২১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে লাইনটি নির্মাণ করা হবে। বাংরিপোসি-গোরুমাহিসানি নতুন রেল লাইন ৮৬ কিলোমিটারের এই নতুন লাইন প্রকল্পটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলাকে কভার করবে। ২৫৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে লাইনটি নির্মাণ করা হবে। বুড়ামারা-চাকুলিয়া নতুন রেল লাইন ৬০ কিলোমিটারের এই নতুন লাইন প্রকল্পটি ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলাকে কভার করবে। ১৬৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে লাইনটি নির্মাণ করা হবে। রেল যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত স্থানীয় বাসিন্দরা এখন ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। নতুন লাইন ব্যবসার সুযোগ বাড়াবে এবং এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। ওড়িশার খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার উপর তিনটি লাইন নির্মাণের ফলে, মালবাহী চলাচলের সুযোগ তৈরি হবে এবং এটি কাছাকাছি শিল্প এলাকাকে উৎসাহিত করবে। ফলে স্থানীয়দের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তদুপরি, পরিবহনের নতুন পদ্ধতির সাথে এই অঞ্চলে চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। নতুন লাইনগুলি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এবং কেওনঝার জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির বৃদ্ধি এবং বিকাশকেও বাড়িয়ে তুলবে।

মেট্রো রেলে ভারতরত্ন মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪মূহাপরিনির্বাণ দিবসে ভারতরত্ন ড. বি.আর. আম্বেদকরকে আজ ০৬.১২.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেলওয়েতে পালন করা হয়েছিল। শ্রী অসীম কুমার মজুমদার, মেট্রো রেলের প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ড. বি.আর. আম্বেদকর, ভারতীয .সংবিধানের প্রধান স্থপতি একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে .পাশাপাশি মেট্রো রেল ভবনে একটি গৌরবময . অনুষ্ঠানে তাঁর ছবি মালা দিয়ে।বিভাগীয .প্রধান, মেট্রো রেলের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরাও ভারতরত্ন ডঃ বিআরকে শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আম্বেদকরকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

আবাস নিয়ে সিপিআইএম প্রধানের স্বামী এবং তৃনমূল নেত্রীকে মারধরের অভিযোগে উত্তাল তুলসী হাটা

দুরন্ত বার্তা, মালদা হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ ডিসেম্বরঃ আবাসের তালিকায় কেন যোগ্যদের নাম কাটা গিয়েছে এই কথা জানতে গিয়ে,পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে সিপিএমের প্রধানের স্বামী এবং শাসক দলের বিরোধী দলনেত্রীর স্বামীকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকারই কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পঞ্চায়েত দপ্তরের মধ্যেই দুই পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি এমনই ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দুই পক্ষের গন্ডগোল নিয়ন্ত্রণ করে আহতদেরকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুই পক্ষেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের স্বামী দিলরোজ এর কাছে যান তুলসিহাটা নয়া টোলার বাসিন্দা মহম্মদ সালাম,সেখ তালিম, মঞ্জুর আলি, মহম্মদ কালাম ও মেরাজ আলি। অভিযোগ,সালাম জানতে চান ভাই মঞ্জুর আলি সহ একাধিক ব্যক্তির নাম কেন কাটা হয়েছে। এরপরই তারা প্রধানের স্বামী এবং সেখানে উপস্থিত পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী মহবুবা খাতুনের স্বামী আব্বাস আলীর সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িযে. পড়েন। প্রধানের স্বামী দিলরোজ ও তৃনমূল নেতা আব্বাস আলীকে সালামের দলবল বেধড়ক মারধর করে। যদিও অভিযুক্ত সালাম ও তালিমের পাল্টা অভিযোগ তারা মারধর করেনি উল্টে প্রধানের স্বামী এবং আব্বাস আলী তাদেরকে আক্রমণ করেছে। তৃণমূল নেতা আব্বাস কাট মানি দাবি করছিল টাকা দিনই বলেই নামগুলোইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দিয়েছে। অপরদিকে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা আব্বাস বলেন, সার্ভে করেছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য তাদের তালিকায় নাম এসেছে। অযোগ্যদের নাম বাদ গিয়েছে। নাম বাদ যাওয়ায় প্রধান ও আমাকে দোষারোপ করছে অভিযুক্তরা।

পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে পালিত হলো সিভিল ডিফেন্স ডে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসক কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত সিভিল ডিফেন্স কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা শাসক তথা সিভিল ডিফেন্সের জেলার চিফ কমান্ডার সামা পারভিন সংগঠণের পতাকা উত্তোলন করা স্বেচ্ছা সেবকদের অভিবাদন গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এই বিশেষ দিনটার অনুষ্ঠান। জেলা শাসক ছাড়াও অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক তমজিৎ চক্রবর্তী, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ।সিভিল ডিফেন্স ডে প্রসঙ্গে জেলা শাসক সামা পারভিন বলেন, যে কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগের আগে এবং পরে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্ব প্রথম যাদের সাহায্য পাওয়া যায় তারা হলো সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার। আমরা সেই কারণে সময় সময় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে মধ্যে দিয়ে এই স্বেচ্ছা সেবকদের তৈরি রাখি ,(অপরদিকে সিভিল ডিফেন্স ডে প্রসঙ্গে সদর মহকুমা শাসক তামজিৎ চক্রবর্তী বলেন, যুদ্ধের সময় এই সিভিল ডিফেন্স তৈরি হয়েছিল ,সেই করণের ডিসিপ্লিন এই বাহিনীর মূল মন্ত্র । আজ সারা দিন সিভিল ডিফেন্স ডে,এই উপলক্ষে আজকে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সিভিল ডিফেন্স দারা ব্যবহৃত সরঞ্জাম সাধারণ মানুষের জন্য প্রদর্শিত করা হবে।

বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ এবার সোনারপুরে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। শুক্রবার বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ গিয়ে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়না তদন্তে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ছায়েম মোল্লা (৪৫)তিনি সোনারপুরের চাকবেড়িয়ার বাসিন্দা। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ওই ব্যক্তি সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি বাস সজোরে ধাক্কা মারে তাঁকে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন ছায়েম। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। বাসিন্দাদের বুঝিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

কাকার জমি রেজেস্ট্রি করে নিলো ভাইপো

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ গোয়ালপোখর কথায় আছে, বসতে দিলেই শুতে চাই। ঠিক এমনি একটা ঘটনার স্বাক্ষি রইল গোয়ালপোখর থানার সিঙ্গো গ্রামের বাসিন্দারা। ভাইপোকে দেড় বিঘা জমি দান দেওয়ার কথা বলে ছিল কাকা। সেই দেড় বিঘা জমি রেজেস্ট্রি করতে গিয়ে সমস্ত জমি রেজেস্ট্রি করে নিলো ভাইপো। কিছু দিন পর বিষয়টি জানতে পেরে দিশেহারা কাকা। প্রায় ৮ বিঘা জমি প্রতারিত করে রেজেস্ট্রি করে নিয়েছেন তার ভাইপো বলে অভিযোগ।জানা গিয়েছে গোয়ালপোখর থানার গতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গো গ্রামের বাসিন্দা শেখ ভুশম। তার তিনটি মেয়ে ও বউ নিয়ে সংসার। চাষবাস করে দিনযাপন করেন তিনি। নিজের ছেলে সন্তান না থাকার কারণে ভাইপো মহম্মদ সলিমুদ্দিন কে ছেলের মতন দেখতেন।

'বিষাক্ত কর্ম সংস্কৃতি' নিয়ে সংসদে সরব তৃণমূল, নয়া কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বরঃ কর্মক্ষেত্রে 'বিষাক্ত পরিবেশ' সৃষ্টি সহ ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদের শীত অধিবেশনের গোড়া থেকেই প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুতে রাজ্যসভা ও লোকসভা অচল করে দিচ্ছে। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের অভিযোগকেই শুক্রবার রাজ্যসভায় তুলে ধরলেন সাকেত গোখেল। শীত অধিবেশনের প্রথম থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ও তৃণমূল নেতৃত্ব বলে চলেছে তারা সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরবে। এক এবং একমাত্র ইস্যু আদানি নয়। এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভা সদস্য সাকেত গোখেলও দলের নির্দেশ মতো জিরো আওয়ারে ১০০ দিনের টাকার প্রসঙ্গ তোলেন। একইসঙ্গে তিনি বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের সুব্যবস্থার উন্নতির দাবি জানান। তাঁর অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল বিষাক্ত কর্ম সংস্কৃতি, শ্রম আইন নিয়ন্ত্রণ সহ সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলি। দেশের সাধারণ জনতার প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার কথা উঠে আসে তৃণমূল এমপি-র কথায়। সাকেত এদিন রাজ্যসভায় বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে কাজ করা অসহায় কর্মীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরব হন। এ বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে বেসরকারি কর্মীদের জন্য আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন। তিনি রাজ্যসভায় বলেন, ''অত্যধিক কাজের চাপ ও মানসিক চাপের দরুন একটি বেসরকারি কোম্পানির কর্মী আন্না সেবাস্তিয়ান পেরাইলের মৃত্যুর পর তাঁর মা অনিতা অগাস্টিনের চিঠি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একইসঙ্গে তা অত্যন্ত ভয়ানক এক প্রবণতা। কাজের চাপ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে।'' সাকেত বলেন, ''অনেক কর্মী বলছেন, এটা বেশিরভাগ বেসরকারি কোম্পানি ও কনসালটেন্সিতে প্রচলিত নিয়ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়।'' তাই কম মজুরি বা বেতন, অতিরিক্ত সময় খাটানো বা কাজের সময় ইচ্ছামতো বাড়িয়ে দেওয়া, কর্মচারীদের উপর অমানুষিক ব্যবহার রোধে কঠোর ও শাস্তিমূলক আইন প্রণয়নের উপর জোর দেন তিনি। সাকেত আরও বলেন, ''এই বিষাক্ত কর্ম সংস্কৃতি দেশে এই মুহূর্তে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। এবং কাজের সময় নির্দিষ্ট করতে হবে সরকারকে। তার বেশি সময় কাউকে খাটানো চলবে না।'' এর আগে সাকেত মহারাষ্ট্র সরকারকে চিঠি লিখে আন্না সেবাস্তিয়ানের কাজের চাপ নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। কাজের সময় নিয়ে সম্প্রতি খুবই বিতর্ক চলছে। বিশিষ্ট শিল্পপতি নারায়ণ মূর্তি সহ অনেকেই ১৬-১৮ ঘণ্টা কাজের পক্ষে যুক্তি তুলেছিলেন। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস চায়, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটুক। কারণ, যে পরিবার প্রতিপালনের জন্য মানুষ কাজ করে, সেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। মানসিক ব্যাধির মতো কাজের চাপে ভুগছেন সাধারণ কর্মীরা। একইসঙ্গে ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া নিয়েও রাজ্যসভায় মুখ খোলেন তিনি। কারণ এতে গ্রামগঞ্জের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিশ্চিত আয়ের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি মার খাচ্ছে। বাংলায় বর্তমানে ১.৪৫ লক্ষ সক্রিয় কোম্পানি রয়েছে, যা দেশে চতুর্থ সর্বোচ্চ। ২০২১ সালের স্কচ স্টেট অফ গর্ভনেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্যবসার সুবিধায় বাংলা জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষে। ফলে এখানে সুস্থ কর্ম সংস্কৃতি গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। গত দশ বছরে বাংলার রফতানিও দ্বিগুণ বেড়েছে। ৫৫ হাজার কোটি টাকা থেকে তা পৌঁছেছে ১.১ লক্ষ কোটি টাকায়। এই সময়ে যুক্ত হয়েছে ৫৭ লক্ষ নতুন এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ), যা ১.৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। এমএসএমই ক্লাস্টারের সংখ্যা ৪৯ থেকে বেড়ে ৬৫৪-এ দাঁড়িয়েছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পে ৫.৪ লক্ষ কর্মী কাজ করেন, যা দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে চালু হয়েছে ৩,৪০০-রও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ, যা ৩০,০০০-এরও বেশি সরাসরি কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৪
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছে। (২) বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডি www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। (১) অকশন ক্যাটালগ নং.: পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২সি । ট্রেন: ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ১৯.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়।
HWH-463/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
সিনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৯৯১
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১।
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

নোটিশ

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য Norben Tea Exports Limited-এর সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা সোমবার, ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.৩০ এ অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ১৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ৪ তারিখের অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন করুন ডিসেম্বর, ২০২৪। পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ইওজিএম-এর নোটিশটি ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হয়েছে যাদের আইডি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা তার ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং এটি ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়েছে। যারা সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি। ডিম্যাট আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাচাইআপডেট করতে পারেন এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী. কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদেরকে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে
ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ মিনিটে।
গ) কাট-অফ তারিখঃ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪।
ঘ) বিনিয়োগকারীরা যারা পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেছেন, তাদের ফোলিও নম্বর ডিপি উল্লেখ করে কোম্পানির কাছে investorcare@norbentea.com-এ তাদের যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি।
ঙ) বিকাল ৫.০০ টার পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ।
চ) একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ছ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন সাধারণ সভা।
জ) ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে। শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারাই মিটিং চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা ইওজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশন(গুলি) তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম-এ অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন কিন্তু এই জাতীয় রেজোলিউশনে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ক) অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.norbentea.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছেঃ www.evotingindia.comú
খ) ইলেকট্রনিক ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি (এফএকিউএস) এবং ই- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভোট দেওয়ার ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল এখানে উপলব্ধঃ www.evotingindia.com সহায়তা বিভাগের অধীনে বা মিঃ নীরজের সাথে যোগাযোগ করুন তিওয়ারি, কোম্পানি সেক্রেটারি,১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য. তলা, কলকাতাএ৭০০ ০০১ অথবা একটি ইমেল লিখুন investorcare@norbentea.com এ অথবা ৯১ ৩৩ ২২১০০৫৫৩ এ কল করুন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক) বিধিমালা ২০১৪-এর নিয়ম ১০ এবং সেবি-এর প্রবিধান ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ৫২০ কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই অতিরিক্ত সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্ট লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-নীরজ তিওয়ারি(কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার) সদস্য সংখ্যা এসিএস৭০৪৭৯
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ০৭ সংখ্যা, শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

কথা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা

কৃষ্ণনগর থেকে তখন কলকাতায় এসেছেন। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখা গুছিয়ে নেওয়া আর রাত জাগা। নিজের জন্য অবসর বলতে স্রেফ ওই সময়টুকু। এককে দিন এমন হয়েছে সারারাত ধরে লিখেছেন, খেয়াল হয়নি কখন ভোর হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশানের কলের জল পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে শেষে কলম বন্ধ করলেন। আধ ঘন্টা ঘুমিয়ে আবার সংসারের হাল ধরা। সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কৃত করেনি, তবে ওই ভুলটা অন্তত জ্ঞাণপীঠ করেনি। যদিও সম্মান, পুরস্কার এসব দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে মাপতে যাওয়া মূর্খতার নামান্তর। তিনি কি পুরস্কার পেলেন কি পেলেন না তাঁর কী যায় আসে। তিনি পাঠকদের ভালবাসা পেয়েছেন, পাঠকদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আছেন, ছিলেন, থাকবেন। আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে দুটো বড় স্বাদ ছিল ভ্রমণ ও সাহিত্য পাঠ। যখন তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ভাবতেন বর যদি লাইব্রেরিয়ান হন তাহলে তিনি অনেক বই পড়তে পারবেন। আবার কখনও মনে হয়েছে স্বামী রেলে কাজ করলেও মন্দ হবে না। খুব বেড়াতে যেতে পারবেন। কিন্তু কোনওটাই হয় নি। স্বামী ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্য কম ছিল। আশাপূর্ণা দেবী যখন ছোট বাড়িতে নাম ছিল ' ছিষ্টিছাড়া'। ওই 'ছিষ্টিছাড়া' কি অসাধ্য সাধন করলেন, বাড়ির আলমারির ভরা বইপত্রের গাদার ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে কলম তুলে নিয়েছিলেন। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ' ভারতবর্ষ ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী। মা জননী সরালাসুন্দরীর বইপড়ার মারাত্মক নেশা। তিনি ছোটবেলায় দুরন্ত কন্যাটিকে জানলায় বসিয়ে একটা বই গুঁজে দিতেন।। দাদারা পড়তে বসলে বোনটি তাদের উল্টোদিকে বসে পড়া শুনতে শুনতে উল্টো অক্ষর চিনলেন। পরে অবশ্য অভিভাবকরা সেই ত্রুটি শুধরে দেন। তাই আশাপূর্ণা বলেছেন, আমার পড়ার জন্য এক পয়সার বর্ণ পরিচয়েরও দরকার হয় নি। ঠাকুমার কাছে শুনতে হয়েছে। স্কুলে গেলে মেয়েরা ফ্যাশানি আর বেচাল হয় উঠবে। বিয়ের পরে কৃষ্ণনগরে একান্নবর্তী পরিবারের বধূ, সবার মন জুগিয়ে কিভাবে লেখার সময় বের করতেন! আশাপূর্ণা দেবী জানিয়েছেন তাঁর শরীর, স্বাস্থ্য বরাবর ভাল,সব কাজকর্ম করতেন,এমনকি যেহেতু তিনি ভাল সেলাই করতেন সবাই তাঁর ঘাড়ে সেলাইটাও চাপিয়ে দিত। সবাইকে খুশি করে তবে কলম ধরার সময় পেতেন। দিনের বেলা সেই সুযোগ না হলেও রাতে অনেকক্ষণ লিখতেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য যেসব নারী কলম ধরেছিলেন অনেক বছর আগে তাদের অনেকের জীবন সুখের না হলেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আশাপূর্ণা দেবীর স্বামী কালিদাস গুপ্ত। একবার একজন শারদীয় সংখ্যার জন্য তাদের বাড়িতে এসেছেন,বিনয়ের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী বললেন, কেন তিনি আগে আসেন নি । এখন আর নতুন লেখা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ ভারতে দ্রৌপদী মন্দির

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যশৈলী যা বিখ্যাত দ্রাবিড় শৈলী নামে, তার আদি রূপটি বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগুলো হল মহাবলীপুরমের এই বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীরথ নামক মন্দিরগুলো। দ্রৌপদীর নামাঙ্কিত মন্দিরটি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে অর্জুন,ভীম, নকুল-সহদেব এবং সবশেষে যুধিষ্ঠির এর নামাঙ্কিত মন্দিরটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে পাথর কেটে standalone monolithic দ্রাবিড় মন্দির শৈলীর ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষার ধাপগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দ্রৌপদীর মন্দির(আদতে দুর্গা মন্দির)টি একদম সাদামাটা।বর্গাকার গর্ভগৃহের উপর চারচালা কুটিরের ঘরের অনুকরণে তৈরী ছাদ যার সঙ্গে অনেক পরের বাংলার চারচালা ইঁটের মন্দিরের সাদৃশ্য প্রবল।এর পরেই কিন্ত স্থাপত্যশৈলী ক্রমান্বয়ে জটিল হতে শুরু করে যখন পরবর্তী মন্দিরগুলোয় দ্রাবিড় শৈলীর আদি রূপগুলো নিয়ে পরীক্ষার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেমন অর্জুনের মন্দিরটি আটকোনা চূড়া সমেত বর্গাকার গর্ভগ্রহের উপর স্থাপিত দ্বিতল বিমান থেকে ভীমের মন্দিরটির ব্যারেল ভল্টেড বিমান যা আয়তাকার গর্ভগৃহের উপর স্থাপিত,নকুল-সহদেবের মন্দিরের সম্পূর্ণ apsidal অর্থাৎ হাতির পিঠের মতোই রূপ (যা ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য শিল্পে বালভী শৈলী বলে বিখ্যাত এবং পাশেই একটি পূর্ণাঙ্গ হাতির মূর্তি স্থাপন করে এই গজপৃষ্ঠ রূপকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো) এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজ মন্দিরে তিনটি তলা বিশিষ্ট বিমান ও বর্গাকৃতির গর্ভগৃহ সমেত একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়। মন্দিরগুলো প্রত্যেকটি মনোলিথিক রক থেকে তৈরী মানে একটিমাত্র পাথর উপর থেকে নীচের দিকে কেটে এই মন্দিরগুলো তৈরী হয়েছে(পাথরটিও পাশেই অবস্থিত) যা আদতে প্রাচীনতর গুহা-মন্দিরের স্থাপতরীতির অনুরূপ কিন্ত এখানে তা গুহার আবরণ থেকে বেরিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দির হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।। এই মনোলিথিক রক কাট মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি অবশ্য এর কিছুকাল পরে তৈরী হয়েছিল এলোরায় কৈলাশ মন্দির নামে যা ভুবনবিখ্যাত এবং এরপর থেকেই পাথর কেটে মন্দির বানানোর রীতি থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট মাপের কাটা পাথর ধাপে ধাপে বসিয়ে বৃহদাকার বিমান/শিখর সমেত মন্দির তৈরী শুরু হয়, ভারত জুড়ে যার অসংখ্য অসামান্য উদাহরণ এখনো বর্তমান। যাইহোক মহাবলীপুরমের এই পাণ্ডবরথ বা মনোলিথিক পাথর কেটে তৈরী করা মন্দিরগুচ্ছ পল্লব রাজবংশের মন্দির স্থাপত্য শৈলী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার একটি অসাধারণ পরীক্ষাগার হিসেবে আজও দর্শকদের মনোরঞ্জন করে চলেছে। এই মন্দিরগুলো যে শুধুই experimental ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে এগুলোর কোনটাই সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়নি এবং কখনোই দেবগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

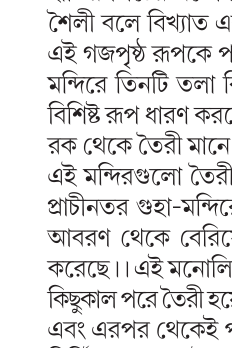

জ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে মানুষের জিয়ন কাঠি। মানুষ যদি দীর্ঘজীবন লাভ করতে চায় তাহলে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি যদি বিদ্যালাভ না করে জ্ঞান অর্জন করতে না পারেন তাহলে তিনি অকেজো হয়ে পড়বেন. কেই তাকে চাইবে না। সবাই দূরে সরিয়ে রাখবে। ফলে তখন বেঁচে থাকাটা মুশকিল হয়ে পড়বে। সেই কারণে শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া উচিত। তুমি যদি শিক্ষিত না হতে পার তাহলে তোমার কোনও মূল্য থাকবে না। সব মূল্যহীন হয়ে পড়বে। নিজেকে গড়ুন। নিজেকে তৈরি করুন। নিজেকে সবার কাছে প্রিয় করুন।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করেন তিনি সবার প্রিয় হন।

"কে যেন গো যেন গো ডেকেছে আমায়, মানে না নয়ন কেন"- এখনও বউবাজারের অক্রুর দত্ত লেনে গেলে শিল্পী ভি বালসারার যন্ত্রের শব্দ শুনি

কঙ্কন ভট্টাচার্য

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় গান বাজনা নিয়ে ঠেলে গুঁতিয়ে লড়ে যেতে যেতে আমার কিছু উপলব্ধি হয়েছে। একজন সঙ্গীত কর্মীর জীবন মানেই যেখানকার যা ভালো লাগা, তা কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে কিছু শেখা, কিছু কাজে লাগানো। পিট সিগার তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইয়ে বলেছেন আসলে একজন সঙ্গীত স্রষ্টার সৃষ্টির শতকরা নিরানব্বই ভাগ উপাদানই ঐতিহ্য থেকে নেওয়া জিনিস। অবশিষ্ট একভাগ নিজের ভাবনা জাত উপাদান, যাঁরা সৃষ্টিতে দান করতে পারেন তাঁরাই কালজয়ী স্রষ্টার স্বীকৃতি পান। কিন্তু ওই 'একভাগ' এক মহা মূল্যবান জিনিস। সেটি মাত্র কয়েকজনই দিতে পারেন। লুইডিগ ভ্যান বিটোফেন থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে সলিল চৌধুরীরা সেরকম মানুষ। তাই এঁরা ইতিহাস। আমরা যারা অতি সামান্য, কিন্তু সঙ্গীত জীবন যাপন করি, তারা কোন হিসেবেই আসি না।

আসলে আমরা সঙ্গীত সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়ানোর দল মাত্র। যেমন আমি, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে কত সাগরের তীরে যে নানা রঙের উজ্জ্বল পাথরের টুকরো সংগ্রহ করেছি তার হিসাব নেই। সেই নামহীন মণি মুক্তোগুলো কখন আমার নিজের জিনিস হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারিনি। এই রকম এক সমুদ্রের নাম ভিয়েস্তাপ আদের্শির বালসারা, যিনি ভি বালসারা নামেই সমধিক পরিচিত। একই সঙ্গে কলকাতার সঙ্গীত জগতে তিনি সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় 'দাদা', সেই সঙ্গে আমারও।

দাদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় ১৯৮৬ সালে। সে বছর 'মে দিবস'এর শতবর্ষ পালিত হচ্ছিল। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রিড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর মে দিবস নিয়ে সৃষ্ট নির্বাচিত বাংলা গানের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। সেই তালিকায় প্রবীণ গণসঙ্গীত স্রষ্টা গনেশ চক্রবর্তীর 'বিশ্ব শ্রমিক আমরা মে দিবসে' নামে একটি গান নির্বাচিত হয়েছিল। দল তৈরি করে গানটি শিখিয়ে সঙ্গীত আয়োজনের দায়িত্ব ছিল আমার। সে সময় আমি সবে গানে সঙ্গীত আয়োজনের কাজে হাত দিয়েছি। বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু সাহস করে এই দায়িত্ব নিয়েছিলাম।

রেকর্ডিংয়ের দিন এইচ এম ভি ষ্টুডিওতে পৌঁছে দেখি পুরো রেকর্ডিংয়ের পরিচালক এবং সঙ্গীত আয়োজক ভি বালসারা। দেখে আমার অবস্থা খারাপ। তবু সাহস করে আমার করা সঙ্গীত আয়োজনের কর্ডচার্ট সহ স্বরলিপি ওনার হাতে দিয়ে বললাম, দাদা আমি এটা করে এনেছি। যদি মনে করেন চলবে, এটা ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি না চলে আপনাকেই কিছু করে দিতে হবে। দাদা কাগজ হাতে নিয়ে এক ঝলক দেখে বললেন, বাহ এটাই তো চাই। তুমি নিজে ভেবে কাজটা করেছ, এটা কম নাকি। এই যে দশটা গান হচ্ছে, তুমি ছাড়া কেউ কিন্তু এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আনেন নি। এটা শুধু চলবে না, দৌড়বে। এত আন্তরিকভাবে উনি কথাটা বললেন যে আমার সব ভয় কেটে গেল। আমি আবেগে ওনাকে জড়িয়েই ধরলাম। এবার উনি আমার করা যন্ত্র বিভাজন অনুযায়ী রিহার্সাল শুরু

করলেন। চলতে চলতেই আমাকে ডেকে বললেন, তোমার একটু অনুমতি চাই। তুমি এখানটায় 'বাঁশী' লিখেছ, আমার মনে হয় এটা 'ট্রাম্পেট' হলে আর একটু বলিষ্ঠ হয়, কারণ তুমি কিছু স্ট্যাকাটো নোট লিখেছ যেটা বাঁশীর থেকে ট্রাম্পেটেই ভালো আসবে। আর এইখানে তুমি ডি মেজর কর্ড দিয়েছ, ওটা চলবে, কিন্তু যদি অনুমতি দাও আমি এটা এফ সার্প মাইনর করি। ওটা মনেহয় গানের মেজাজটা আরও ভালো ধরতে পারবে। আমি বললাম, দাদা আমাকে লজ্জা দেবেন না। এবার দেখলাম, সামান্য পরিবর্তনে গানটির মেজাজটাই জমজমাট হয়ে গেল। সেদিন বুঝলাম কত বড় হলে একজন মানুষ এভাবে একজন তরুণ পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আরও অনুভব করলাম কি অসাধারণ কান থাকলে একবার শুনেই গানের মেজাজ এভাবে ধরে ফেলা যায়। আরও শিখলাম, কর্ড মানে গানের পর্দাগুলো ব্যবহার করে যাহোক তাহোক কিছু কর্ড লেখা নয়, কর্ড মানে একটা আলাদা রঙ, একটা মেজাজ। যা পেলাম সেটা আমার আজীবনের শিক্ষা হয়ে রইল। সবশেষে বুঝলাম, কেন উনি সবার এত প্রিয় 'দাদা'।

এর পরের অভিজ্ঞতা আরো রোমাঞ্চকর। ১৯৮৯ সাল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দুর্গাপূজা উপলক্ষে ক্যাসেটের রেকর্ডিং চলছে। নির্বাচিত বারটি গানেরই সঙ্গীত আয়োজন আমাদেরই করা, মানে রত্না ভট্টাচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও আমি। অর্থাৎ, রেকর্ডিং পরিচালনা আমাদেরই। সে বছর আমার তিনটি গান নির্বাচিত হয়েছিল। নির্ধারিত দিনে এইচ এম ভি ষ্টুডিওতে গিয়ে দেখি পরিচালক নন, মিউজিসিয়ান হিসাবে ভি বালসারা উপস্থিত। আমাদের অবস্থা চিন্তা করুন। কিন্তু উনি নির্বিকার। শুধু হাসি মুখে বললেন, বলো কি বাজাতে হবে! আমরা তো সবগুলি গানের রেকর্ডিং নোটেশন ওনার হাতে দিয়ে বললাম, দাদা আপনি পরিচালনা করুন। উনি বললেন, সেটা কেমন হবে! এখন তোমাদের বয়স কম, তোমরাই তো করবে। তোমরা করো, আমি সঙ্গে আছি। কোন সমস্যা নেই।

আমার তিনটি গানের মধ্যে একটি আনবিক বোমা তথা যুদ্ধবিরোধী গান ছিল, 'কোথায় গেল হারিয়ে বল না'। একক কণ্ঠ মন্দিরার, সঙ্গে কোরাস। দাদা শুনে বললেন, বাহ খুব ভালো, যদি অনুমতি দাও আমি পিয়ানোয় বসছি। দাদা পিয়ানোয়, ভাবা যায়! আমি আপ্লুত। দাদার অসাধারণ বাজনার সঙ্গে গানটির রেকর্ডিং শেষ হল। এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা গানটা ঠিক ছিল? দাদা বললেন, 'দেখ ভালো মন্দ মানুষেরা বিচার করবে। সে দায় তোমার আমার নয়। আমাদের দায় ভালো করার জন্য চেষ্টা করা। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব এই জন্য যে তুমি সিম্পল মেজর কর্ডে গানটার সুর করেছ। এটা খুব কঠিন কাজ। সবসময় এরকমই মেজর কর্ডে সুর করবার চেষ্টা করবে। সেটা অনেক ভালো। হেমন্তদাকে দেখ, সারা জীবনের প্রায় সব গান মেজর কর্ডে সুর করা, আর তার একটাও ফ্লপ হয়নি। মেজর কর্ডে উদারতা অনেক বেশী, অনেক ভ্যারিয়েশন করা যায়। মেজর কর্ডে সুর করলে তুমি অন্য অনেক দেশী বিদেশী মেলডি, এমন কি নানা রাগ রাগিনী কাজে লাগাতে পারবে। গানের মূল কর্ড বা মেজাজ মাইনর হলে এই সুযোগ কম। বেঁচে থাকো বাবা। আরও অনেক কাজ করো'। দাদার কথাগুলো আজও কানে বাজে। এত সহজ কথা, কিন্তু কি মূল্যবান। যে কোন সুরকার এতে উপকৃত হবেন। যত দিন যাচ্ছে, তত এই পরামর্শের দাম অনুভব করতে পারছি।

১৯৯২ সাল। ঠিক হল, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ছটি ক্যাসেট প্রকাশিত হবে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, নিবারণ পন্ডিত, গুরুদাস পাল, ৪০-৫০ দশকের গান, ৭০-৮০ দশকের গান ও ষষ্ঠটি যন্ত্রসঙ্গীতে (অর্কেষ্ট্রায়) গণসঙ্গীত। প্রথম পাঁচটি তো আমাদের হাতে, কিন্তু ষষ্ঠটি দাদা ছাড়া কেই বা করতে পারবেন। আমরা একটু কুণ্ঠা নিয়েই গেলাম দাদার কাছে। কিন্তু দাদার কাছে কোন 'না' নেই। শুনেই বললেন 'নিশ্চয়ই হবে, তোমরা আমাকে গানগুলি দাও। আর শোন, গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশ বছরে এটাই হবে আমার কনট্রিবিউশন। এর জন্য কোন পারিশ্রমিক লাগবে না, তোমরা দিলেও আমি নেব না। কারণ গণনাট্য সংঘ আমার সংগঠন'। আমরা ক্যাসেটে গেয়ে চোদ্দটি গানের রেকর্ড ওনাকে দিয়ে এলাম। এর মধ্যে পাঁচ ছটি ছিল প্রথম যুগের গণনাট্য সংঘের, আর বাকি আট নটিই ছিল পুণর্গঠিত গণনাট্য সংঘের গান, যেগুলি ওনার খুব বেশী শোনা নয়। উনি কয়েকদিনের মধ্যে অর্কেস্ট্রেশন তৈরি করে দুদিনে পুরো রেকর্ডিং শেষ করে দিলেন। এর মাত্র কয়েকদিন আগে ওনার ভাঙা ডান হাতের প্লাস্টার কাটা হয়েছিল। ফলে উনি ভারী একোর্ডিয়ান কাঁধে নিতে পারতেন না। এই অবস্থাতে উনি কি অসাধারণ কাজ করে ছিলেন, তা শুনলেই অনুভব করা যায়। দাদা সব সময় বলতেন ১৯৫০ সালে মুম্বাইতে ওনার গণনাট্য সংঘে যোগদানের কথা। আরও বলতেন, 'সেদিন আমি গণনাট্য সংঘে যোগদান করেছিলাম বলেই আজ আমি এখানে আছি। জন্মদাত্রী মা কে ভুলি কেমন করে'। ২০০০সালে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমি'র উদ্যোগে ভি বালসারা'র জীবন ও সঙ্গীত সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঠিক হয়, উনি নিজের কথা নিজেই বলবেন আর বিগত পঞ্চাশ বছরে ওনার করা পছন্দের কাজগুলি থেকে নির্বাচিত বেশ কিছু অংশ বাজাবেন। পুরো কাজটির দৈর্ঘ হবে আনুমানিক চার ঘন্টা। সরকারের কর্তারা ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এইচ এম ভি ষ্টুডিওতে কাজটা করতে চান?'। দাদা খুব শান্ত ভাবে বলেন, 'না, বরানগরে আমার জানাশোনা একটা ছোট 'এইচ এম ভি' আছে, আমি কাজটা সেখানেই করতে চাই'। এই বলে উনি আমাদের ষ্টুডিওতে কাজটি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই কথা শুনে আমার কি রকম লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আনন্দ, ভয়, সব মিলিয়ে সে এক বিচিত্র অনুভূতি। কিন্তু সব ছাপিয়ে সে এক রোমাঞ্চ, 'দাদা আসছেন' আমাদের স্টুডিও 'হংসধ্বনি'তে বাজাতে। আমি কখনও এটা কল্পনাও করতে পারিনি।

দাদা ঠিক করেছিলেন, উনি নিজের পছন্দের প্রায় একশটি কম্পোজিশন বাজাবেন। কি বোর্ড. একোর্ডিয়ান, ইউনিভক্স, হারমনিয়ামে তো বটেই, ভায়োলিন, ম্যান্ডোলিন, মেলোডিকা ইত্যাদি যন্ত্রেও কিছু কিছু বাজাবেন। এই রেকর্ডিংয়ে কাকে কাকে লাগবে তার তালিকা তিনি প্রিয় ছাত্র বিশ্বজিৎ সরকার (বিল্ব)কে দিয়ে সব ব্যবস্থা করতে বললেন। সে এক মহা সমারোহ। কলকাতার সব মিউজিসিয়ানরা বাজাতে চাইছেন। শেষ অবধি বাছাই করে আট নয় জনকে বলা হল। দাদা বললেন, 'আমার মোটামুটি তিন দিন লাগবে'।

সেই সময় দাদা অত্যন্ত অসুস্থ। গলায় খাদ্যনালীতে ক্যান্সার আগেই ধরা পড়েছে, অপারেশন করে খাদ্যনালীর কিছুটা বাদ দেওয়া হয়েছে। খুব কষ্ট করে খাওয়া দাওয়া করতে হয়। শক্ত এবং গুরুপাক জিনিস গিলতে পারেন না। আমরা সে কথা জানতাম। তাই মন্দিরা দাদাকে জিজ্ঞাসা করলো,

-দাদা আপনি কি খাবেন বলুন।

-মা, আমি তো শক্ত খেতে পারি না। নরম কিছু দিও। খাবারে আমার কোন বাছবিচার নেই।

-যদি নরম ভাত, ডাল, আলু ভাজা, মাছ দেই আপনি খেতে পারবেন?

-হ্যাঁ মা, আমি এটা আরামেই খেতে পারবো।

-তবে আমি সেটাই বানাবো। আমি ধন্য হলাম দাদা। আমার প্রণাম নিন।

-হ্যাঁ, তুমি আমাকে অন্ন দিচ্ছ। তাই আজ থেকে তুমি আমার অন্নপূর্ণা মা হলে। আমি তোমাকে ওই নামেই ডাকবো।

এর পর থেকে দাদা যতবার আমাদের ষ্টুডিওতে এসেছেন ওঁর 'অন্নপূর্ণা মা'য়ের হাতেই তৃপ্তি করে আহার করেছেন।

রেকর্ডিং স্টুডিওতে দাদার এক অন্য রূপ। দাদা মানে জীবন্ত ঘড়ি। দশটায় রেকর্ডিং থাকলে উনি পৌনে দশটার মধ্যে আসবেনই। মিউজিশিয়ানরাও তা জানতেন। ফলে দাদার কাজ থাকলে সাধারণভাবে দেরী করা মিউজিশিয়ানরাও সবাই দশটার আগেই ষ্টুডিওতে পৌঁছে যেতেন। আর সেই যে তারা ঢুকতেন, ব্রেক'এর আগে কেউ বেরনোর নামই করতেন না। ফলে ধুমপায়ীদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত।

ঠিক দশটায় উনি বলতেন, 'কঙ্কণ, আমরা কি রেকর্ডিং শুরু করতে পারি?' কেউ ঘটনা চক্রে না এসে থাকলে, উনি তাকে বাদ দিয়েই অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। মনে আছে একবার আমাদের ষ্টুডিওতে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডিংয়ে একজন নামী তবলা বাদক সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছেছিলেন। ইতিমধ্যে দাদা পারকাশন বাদককে দিয়ে তবলা বাজিয়ে প্রথম গানটি রেকর্ডিং করে নিয়েছেন। দেরী করা মিউজিশিয়ান এসেই দাদার পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, দাদা যদি অনুমতি দেন প্রথম গানটি বাজিয়ে দেই। দাদা খুব শান্ত ভাবে বলেছিলেন, 'যেটা হয়েছে ঠিক আছে। এখন আর সেটা বাজানোর দরকার নেই। পরের গান থেকে বাজাও। তোমার বদলে যিনি প্রথম গানটি বাজিয়ে দিয়েছেন, তার সম্মানার্থেই তার বাজনাটা রাখা উচিৎ'। এরপর আর কোন কথা চলে না। একজন মানুষের মূল্যবোধ কোন স্তরে থাকলে এমন কথা বলতে পারেন! দাদা পারতেন।

দাদা সম্পর্কে বলতে শুরু করলে যে কত গল্প মনে পড়ে। আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মিউজিশিয়ান ভাই সুমন্ত (নিতু) সেই রেকর্ডিংয়ে ছিল। বরানগরের এক দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রোমোটার'এর ইচ্ছে হল ওর স্ত্রী'র গলায় নজরুলগীতির সিডি বার করবেন। ওনার ইচ্ছা দাদাকে দিয়ে সঙ্গীত আয়োজন করানো। দাদা রাজীও হলেন। প্রতাপ রায়, অমিয় মন্ডল, বাবলু বিশ্বাস সহ কলকাতার বেশ কয়েকজন নামী মিউজিশিয়ান বাজাবেন। রেকর্ডিং শুরু হল। প্রথম গান 'দূর দ্বীপবাসিনী', স্কেল 'বি ফ্ল্যাট'। শিল্পী মাইক্রোফোনে দাঁড়ালেন। মিউজিক বাজতে শুরু করলো। শিল্পী গানও ধরলেন। দেখা গেল শিল্পী পুরো গানটি সুরের বাইরে গাইছেন। **(ক্রমশ)**

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
"দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে"

বিশেষ প্রতিবেদক

"দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে "ঃ

৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনে মনে পড় গেল কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতা 'ভারতবর্ষ'- "দিবে আর নিবে

মিলিবে মেলাবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'। 'বিশ্ব বাংলা' শব্দের মধ্যেই রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। বাংলা চিরকালই আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। সেই মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের দুই আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্ব বন্ধনের সুরটা শুনতে পাওয়া গেল। 'ধন ধান্য' প্রেক্ষাগৃহে ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা, বাংলার ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসডর ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। উদ্বোধনী মঞ্চে জ্বলজ্বল করে শোভা পাচ্ছিল জন্মশতবর্ষের পরিচালক তপন সিনহার একটি ছবি যাকে কেন্দ্র করেই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব জেগে উঠতে শুরু করেছে। কলকাতা চলচ্চিত্র কেন্দ্র নন্দন থেকে প্রকাশিত 'শতবর্ষে তপন সিনহা' বইটি প্রকাশ করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। বইটি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন চলচ্চিত্র সমালোচক নির্মল ধর। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পরিচালক তপন সিনহা প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটকের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। ৩০তম ফিক-এর বিশেষ অতিথি এবং অন্যতম জুরি সদস্য আর্জেন্টিনাব চিত্র পরিচালক পাবলো সিজার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারত-আর্জেন্টিনার মৈত্রীর কথা। রবীন্দ্রনাথ এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর বিনিময়ের শতবর্ষ উদযাপনের ক্ষণ যে সমাগত (২০২৪) সে কথাই উল্লেখ করেছেন পাবলো সিজার। ২০১৭ সালে পাবলো "থিঙ্কিং অফ হিম" শীর্ষক একটি ছবি নির্মাণ করেছিলেন কবিগুরু এবং ওকাম্পোর শিল্প মত বিনিময়ের ভাবনাকে কেন্দ্র করে। বাংলার ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বাংলা সিনেমা আন্তর্জাতিক মেলন বন্ধনের সেতু হিসাবে কাজ করছে। খেলাধুলা এবং সিনেমা সর্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলার অধিকাংশ মানুষই এই দুটিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলার চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারপার্সন গৌতম ঘোষ বলেন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এখন চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যদিও এখন বিকৃত এবং কলুষিত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে। তবে তা কিন্তু সফল হবে না। একটি সময়ে উন্নত মানের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটবে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সহায়তায়। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'বাংলার মাটি বাংলার জল' রাজ্য সঙ্গীত দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সবিচ শান্তনু বসু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব ড. মনোজ পন্থ।

উৎসবে তপন সিনহা স্মরণ ঃ নন্দন চত্বরে তপন সিনহার জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রদর্শনী ' আ ম্যান ফর অল সিজন'- উদ্বোধন করেন শতাব্দী রায়। উপস্থিত ছিলেন শিল্পী যোগেন চৌধুরী, তপন সিনহার পুত্র অনিন্দ্য সিংহ, গৌতম ঘোষ, রাজা সেন, সুদেষ্ণা রায় প্রমুখ। এই প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে কিংবদন্তি পরিচালক তপন সিনহার পোস্টার, বুকলেট, বিভিন্ন পুরস্কার সহ তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র। চলচ্চিত্রই ছিল তপন সিনহার ভালোবাসার, সাধনার জগত তা এই প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে শতাব্দী রায় তপন সিনহার ছবি 'আতঙ্ক'তে খুবই ভয়ে ভয়ে কাজ করেছিলেন তাও উল্লেখ করেন। গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় উদ্বোধন করা হয় অরুন্ধতী দেবী, হরিসাধন দাশগুপ্ত, মার্লোন ব্রান্ডো ও মার্সেলো ম্যাস্ত্রোইয়ানির জন্মশতবর্ষের প্রদর্শনী সহ কলকাতা আন্তর্জার্তিক চলচ্চিত্র উৎসবের '৩০ বছরের জার্নি' নিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শতাব্দী রায় এবং শিল্পী যোগেন চৌধুরী। নন্দন -১ তে প্রদর্শন হল

আর্জেন্টিনার পরিচালক "থিকিং অফ হিম"। সন্ধ্যার সময়ে দেখানো হল বাংলা প্যানোরামা বিভাগে ছবি 'কাল্পনিক'। বাস্তব এবং অলৌকিকতাকে মিশ্রিত করে তৈরি হয়েছে 'কাল্পনিক' কাহিনীচিত্রটি। ছবির পরিচালক ও লেখক অর্ক মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ঃ সৌরভ দত্ত ঃ চিত্র সাংবাদিক

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

ক্ষিতিমোহন

ক্ষিতিমোহনের রসবোধ নিয়েই কথা হবে। মানুষটা কেমন, সেটা যাচাই করার জন্য শান্তিনিকেতনে প্রশ্ন করা হতো, 'লোকটা রসিকতা বোঝে তো? হাসতে জানে তো?' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রসের রাজা। ক্ষিতিমোহন ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ভবন, অর্থাৎ স্কুলের শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হন। বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্য হিসেবে আশ্রম পরিচালনা করেন। ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্যেন সেনের কাকা। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকে জানা যায়, বিশ্বভারতীতে কয়েক জনকে চেনার জন্য কয়েকটি শব্দ চালু হয়ে গিয়েছিল। চিত্রে নন্দ লাল। সংগীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন। কথায় কথায় 'পান' করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ক্ষিতিমোহনের। ক্ষিতিমোহনের বংশগত পেশা ছিল কবিরাজি। যদি কেউ প্রশ্ন করতেন, 'অধ্যাপনার পাশাপাশি আপনি তো কবিরাজিও করতে পারেন!'

ক্ষিতিমোহন উত্তর দিতেন, 'কবিরাজি করার ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কবি রাজি হলেন না!' মানে রবীন্দ্রনাথ রাজি নন, সেটা জানিয়ে দিলেন। মুকুল দে ছিলেন নামী শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, 'মুকুল ভালো হইব কী কইরা? মুকুলের মূলের মাঝখানেই যে 'কু'। ক্ষিতিমোহনের স্ত্রীর নাম ছিল কিরণবালা সেন। কিন্তু সবাই তাঁকে ঠানদি বলে ডাকতেন। কেন তাঁর নাম ঠানদি হলো? ক্ষিতিমোহন এককালে নাটকে ঠাকুরদার অভিনয় করেছিলেন, তাই অবধারিতভাবেই তাঁর স্ত্রী ঠানদি;এই ছিল ক্ষিতিমোহনের উত্তর। ক্ষিতিমোহন তো হৃষ্টপুষ্ট, ঠানদি কেন রোগাপটকা? এই কথার উত্তরে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন, 'বাইরে রোগা, ভিতরে দা-রোগা'। এমন রসবোধ যাঁর তাঁরই তো রসিকতায় সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া উচিত।

উইলিয়ম পিয়ারসন ঃ যে কয়েকজন বিদেশী ভারতবর্ষকে ভালোবেসে তার ভিতরে থাকা প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন উইলিয়ম পিয়ারসন হলেন তাদের একজন। ব্রিটেনে জন্মগ্রহনকারী এক ব্যক্তি যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে ১৯০৭ সালে ভারতে চলে আসেন, তিনি ভবানীপুরের 'লন্ডন মিশনারি কলেজ' -এ উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষকতা করতেন ।তিনি ১৯১১ সালে তার দেশে ফিরে যান ও তার জীবনে অদ্ভুত এক পরিবর্তন আসে, তাঁর বাড়িতেই তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় ।অতঃপর তাঁর শিক্ষাদর্শন ও ভারত সম্পর্কিত ভাবনায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর পরিচয় হয় আর তিনি তাঁর ভাবনা ও দর্শনের অনুসারী হয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ তাঁকে রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার অংশ করে তোলে এবং তিনি শিক্ষক রূপে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন । বেশ কিছু রবীন্দ্রসাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব হয়ে যান ।জাপান সহ রবীন্দ্রনাথের নানা বিদেশ ভ্রমনের সঙ্গীও ছিলেন তিনি। ১৯২৩ সালে একটি দূর্ঘটনাতে তিনি আহত হন ট্রেন থেকে পড়ে।

কংগ্রেস এবং তৃণমূল দুর্নীতিতে খোঁচা বিজেপির

টাকা কাটমানি দিতে না পারায় আবাসের তালিকায় নাম নেই তৃণমূল কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ডিসেম্বর ঃ কাঁচা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কুড়ি হাজার টাকা কাটমানি দিতে না পারায় আবাসের তালিকায় নাম নেই একাধিক তৃণমূল কর্মী উপভোক্তার। কিন্তু বিশাল অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও তালিকায় নাম রয়েছে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানের ভাই থেকে শুরু করে আত্মীয়দের। প্রধানের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। তৃণমূলের পর আবাস নিয়ে এবার কাটমানির তীরে বিদ্ধ কংগ্রেস সিপিএম জোট পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। অভিযোগ সামনে আসতেই কংগ্রেসের আক্রমণ তৃণমূল এবং বিজেপির। সাফাই পঞ্চায়েত প্রধানের। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া পাঠানপাড়া এলাকায় আবাস নিয়ে এই বিক্ষোভের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসী এবং তৃণমূল কর্মীদের একাংশের অভিযোগ কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান রাজিব খান তৃণমূল কর্মীদের কাছে মাটির বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস প্লাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য কুড়ি হাজার টাকা করে কাটমানি চেয়ে ছিলেন। তারা দিতে পারেন নি বলে তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে। যদিও ২০১৮ এবং ২০২২ সালের তালিকায় তাদের নাম ছিল বলে দাবি। অন্যদিকে প্রধানের ভাই আবুল কালাম আজাদের রীতিমত অট্টালিকা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু তার নাম রয়েছে তালিকায়। আরো প্রধান ঘনিষ্ঠদের নাম রয়েছে এই তালিকায়। আবাসের তালিকা নিয়ে এই বেনিয়ম এবং দুর্নীতির সরব হয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। এদিন গ্রামের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। তারা দাবি তোলেন যারা প্রকৃত যোগ্য তাদের ঘর দিতে হবে। আর যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যদিও প্রধান রাজিব খানের দাবী সার্ভের ক্ষেত্রে তাদের কোন হাত নেই। যদি অভিযোগ থাকে তাদের এসে জানালে তারা চেষ্টা করবে। অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ দীর্ঘদিন মালদা জেলাতে লুট করছে কংগ্রেস। তাই কোথাও একটু ক্ষমতা পেতেই দুর্নীতি করছে। বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূল এবং কংগ্রেস মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। দুর্নীতি এদের স্বভাব সিদ্ধ। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী নুরজাহান বলেন, আমাদের কাঁচা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে। কংগ্রেসের প্রধান টাকা চেয়েছিল। আরেক বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী শেখ মোস্তাক হোসেনের অভিযোগ, যাদের পাকা বাড়ি তাদের নাম আছে। প্রধানের ভাইয়ের আছে। আমরা তৃণমূল কর্মী বলে বঞ্চিত। আমাদের কাছে ২০ হাজার টাকা কাটমানি চাওয়া হয়ে ছিল। কংগ্রেসের পঞ্চায়েতের প্রধান রাজীব খানের দাবী, এখানে সার্ভে করেছে তাদের কোন হাত নেই। আমাদের তো গ্রাম সভা হয়েছিল। কারোর কোন অভিযোগ থাকলে জানাক আমরা চেষ্টা করব। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সাহেব দাসের কটাক্ষ, কংগ্রেস দীর্ঘদিন মালদা জেলা তে ক্ষমতায় ছিল। পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ অনেক দুর্নীতি করেছে। সেই অভ্যাস এখনো যায়নি। আমরা প্রশাসনকে বলবো পদক্ষেপ নিতে। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি অয়ন রায়ের দাবি, কংগ্রেস এবং তৃণমূল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুইজনেই দুর্নীতি করে। ইন্ডী জোটের শরিক। মানুষ সব বুঝছে।

গড়বেতা ১, ২ ও ৩ নম্বর ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ১, ২ ও ৩ নম্বর ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান। সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, বিজেপির নিজস্ব সংবিধান মেনে প্রতি ৬ বছর অন্তর আমাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি, শুরু হয়েছে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান। তিনি আরো জানান নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারতবর্ষের নাম আজ আমেরিকা চীন রাশিয়া ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানের মতো উন্নতশীল দেশের সাথে তুলনা করা হয়। তাই বিজেপির সদস্য হওয়া আপনার কাছে গর্বের। বিজেপির সদস্য আজ ভারতের প্রতিটি বুথে আছে। সারা পৃথিবীর সবথেকে বড় রাজনৈতিক দলটির নাম বিজেপি। এদিন তিনি গড়বেতা ৩ নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোডে দেখা করেন আলু বীজ মার্কেটে সকল ব্যবসায়ী ও চাষীদের সাথে কথা বলেন পথ চলতি মানুষের সাথে। সকলকে আবেদন করেন বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যোগ দিয়ে বিজেপির সদস্য হতে। ঘুরে দেখেন গড়বেতা ২ নম্বর ব্লকের গোয়ালতোড় বাজারও। সবশেষে গড়বেতা এক নম্বর ব্লকে একটি পথসভা ও মিছিল করেন এবং তিনি তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির হাত শক্ত করতে সকল গড়বেতাবাসীকে এক হয়ে বিজেপির সদস্য হতে আবেদন করেন। তিনি অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেত্রী বাংলাদেশ শরণার্থীর নামে রোহিঙ্গা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে রোহিঙ্গা প্রদেশ বানাতে চাইছে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে দেশে প্রধানমন্ত্রীকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় সেই দেশের আইন শৃঙ্খলা কতটা ভয়াবহ সে কথা অনুমেয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বনাশ আসন্ন।

উত্তরের গর্ব উত্তরবঙ্গ বইমেলা! বইমেলা উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তরের গর্ব উত্তরবঙ্গের বইমেলা, ৪২ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা উপলক্ষ্যে এদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার

আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নিকট থেকে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ বইমেলা উপলক্ষ্যে। সংশ্লিষ্ট শোভাযাত্রায় উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি, পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব এছাড়া আরো অনেকেই। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এবারে এই উত্তরবঙ্গ বইমেলা ৪২ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। প্রতিবছর শীতের শুরুতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় উত্তরের গর্ব উত্তরবঙ্গ বইমেলা। উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রচুর বইপ্রেমী মানুষ এসে থাকেন। এবারও ঘটা করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরের গর্ব উত্তরবঙ্গ বইমেলা। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বইমেলা, এবারও থাকছে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার বই।

ফুটন্ত ঘুগনিতে পরে মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৬ ডিসেম্বর ঃ ফুটন্ত ঘুগনির কড়াইয়ে পরে মৃত্যু হল দেড় বছরের শিশু পুত্রের। মৃত শিশু পুত্রের নাম আকসাম শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে বীরভূমের মুরারই থানার ধনঞ্জয়পুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন শিশু পুত্রের মা ঘুগনি রান্না করছিলেন। কিছুটা দূরে বসে ছিল ছেলে। ঘুগনি যখন ফুটছে সেই সময়ে ঘরের ভেতর থেকে মশলা আনতে গিয়েছিল শিশুর মা। ক্ষণিকের মধ্যে শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে কড়াইয়ের কাছে পৌঁছে যায়। ফুটন্ত করাই ধরে টানতেই তার উপর গরম ঘুগনি উল্টে যায়। মহিলার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আশে। প্রথমে তাকে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে, পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শুক্রবার সকালে সেখানেই শিশুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তারাপীঠে দেব দর্শন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৬ ডিসেম্বরঃ সাত সকালে তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার পুজো দিলেন চিত্রতারকা, সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তাঁর নতুন সিনেমা 'খাদান' প্রচারে দুর্গাপুরে এসেছিলেন তিনি। সেখান থেকে শুক্রবার সকালে ঝটিকা সফরে তারাপীঠে এসে পৌঁছান। মা তারার পুজো দিয়ে সোজা বেরিয়ে যান বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। সেখানে এদিন সিনেমার প্রচার রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেব। সকাল সকাল তারাপীঠ মন্দিরে দেবকে দেখতে পেয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পরে যায়। স্থানীয় মানুষজনও ভিড় করতে শুরু করেন। সেবাইতদের মধ্যে সেলফি তোলার হিড়িক শুরু হয়ে যায়। দেব অবশ্য হাসিমুখে সমস্ত আবদার মেনে নিয়েছেন। তবে পুজো তারাপীঠে এসে রাজনৈতিক কিংবা বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান। শুধু বলেন। সকলে শান্তিতে থাকা। মায়ের কাছে এই প্রার্থনা করলাম।

Abujhati-1 Gram Panchayat
Jhapandanga, PurbaBardhaman
Tender Reference No.:— 603/abuj-1/2024-2025
Tender Id:- 2024_ZPHD_780185_1
Dated 06/12/2024
e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTenders from **06/12/2024 to 16/12/2024 upto 4: 55 pm.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

-ঃ নোটিশ ঃ-
আমমোক্তারনামা
হাজী আবসার আলি, পিতা- মরহুম মহঃ জাকির হোসেন, সাকিম- ভুবনডাঙ্গা, পোঃ ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪ মহাশয় গত ইংরাজী ২০২২ সালে বোলপুর এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৮০৬ নং একখন্ড ডেভেলোপমেন্ট এগ্রিমেন্ট দলিল দ্বারা এবং গত ইংরাজী ২০২২ সালে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৮১০ নং একখন্ড ডেভেলোপমেন্ট পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি দলিল দ্বারা জগন্নাথ কন্ট্রাকশন এর পক্ষে প্রোপাইটার প্রশান্ত কুমার রায়, পিতা- প্রবীর কুমার রায়, সাকিম- ৮৩ /এ চন্দ্র মাস্টার রোড, পোঃ- নোনাচন্দনপুকুর, থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১২২ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, তদপর উপরোক্ত হাজী আবসার আলি মহাশয়ের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া জগন্নাথ কন্ট্রাকশন এর পক্ষে প্রোপাইটার প্রশান্ত কুমার রায় অত্র নোটিশের আবেদনকারী আমি গত ইংরাজী ২০২৩ সালে কোলকাতা A.R.A ।। অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩৯৭৫ নং দলিল মূলে কৌশিক বসু ও সঞ্চিতা বসু মহাশয় / মহাশয়াকে ০৪.২০ শতক সম্পত্তি, ২০২৩ সালে কোলকাতা A.R.A ।। অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭০১০ নং দলিল মূলে অরূপ দে ও সুমিতা দে মহাশয় / মহাশয়াকে ০২.৪৮ শতক সম্পত্তি, ২০২৩ সালে বোলপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭০৭৭ নং দলিল মূলে অলোক ভট্টাচার্য্য ও অস্মিতা ভট্টাচার্য্য মহাশয় / মহাশয়াকে ০২.৪৮ শতক সম্পত্তি, ২০২৩ সালে কোলকাতা A.R.A। অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৯৬১ নং দলিল মূলে স্বপন ঘোষ ও চৈতালী ঘোষ মহাশয় / মহাশয়াকে ০২.৪৮ শতক সম্পত্তি পৃথক পৃথক রেজিষ্টার্ড কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছি। যাহার তপশীলে নিম্নে দেওয়া হইল।

তপশীল ঃ-
জেলা- বীরভূম, থানা- পাঁড়ুই, মৌজা- কেন্দ্রডাঙ্গাল, জে. এল. নং- ৫৭, এল. আর. খতিয়ান, নং- ১৩৪৭, আর. এস. ও এল. আর. ৩৩৬১ /৩৭০৫ নং দাগে বিক্রীত ভূমির পরিমাণ- ১১.৬৪ শতক মাত্র।
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
তারিখঃ- ০৫।১২।২০২৪
ইতি বিনীত
প্রশান্ত কুমার রায়, পিতা- প্রবীর কুমার রায়
সাং- ৮৩ /এ চন্দ্র মাস্টার রোড,
নোনাচন্দনপুকুর, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগণা।
মোবাইল নং-8981708082 / 9749665587

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. **এইএন/শপ/ম্যাস্টিক রোড/২৪-২৫/এলএলএইচ, তারিখ ঃ** ০৫.১২.২০২৪ চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক রেলওয়ের খ্যাতনামা ও অনুমোদিত এবং যোগ্য ঠিকাদার ও সরকারী বিভাগ/পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত তালিকাভুক্তদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **ক্রম নং. ১. টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ এইএনশপম্যাস্টিক রোড২৪-২৫এলএলএইচ** ও সি এন্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া ওয়ার্কশপের ভিতরে লিলুয়া ওয়ার্কশপের সীমানার মধ্যে ম্যাস্টিক রোড নির্মাণ/মেরামতের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ₹ ৯৪,০৪,২৩৯.২৮; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ₹ ১,৮৮,১০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ০২.০১.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ সংশোধনী সহ (যদি থাকে) পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MISC-264/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউনে বগির পরিবর্তনের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিএলএস-এমএলডিটি-এনএফআর-০১বি-২০২৪-২০২৫; তারিখঃ ০৪-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ডিজেল লোকোমোটিভ শেড, মালদা টাউনে ৩০টি লোকোমোটিভ, ডব্লিউএজি-৯ এইচসি -তে ট্র্যাকশন মোটরগুলির অ্যান্টি-ফলিং -এর জন্য বগির পরিবর্তনের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২৫,৫২,৯৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫১,১০০/- টাকা; টেন্ডার **জমার** শেষ তারিখ ও সময় ৩০-১২-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা** ৩০-১২-২০২৪ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল, মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e – Tender Notice
e-Quotation is invited for works as follows :
1. Name of work:- Comprehensive maintenance and operation of 16 nos. Ductible split type Air conditioning Machines (8.75 Ton-09 Nos. 5.5 Ton-7 nos.) Installed at HRBC Bhavan (Ground floor to 3rd Floor) and Quality Control Building (Ground floor to 2nd Floor) under HRBC for the period of 1st December 2024 to 30th November 2025 i.e. 12 months.
Tender ID -2024_HRBC_780160_1
e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/17(2nd Call)/24-25
Last date of submission of bid (online) is **16.12.2024** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Abujhati-1 Gram Panchayat
Jhapandanga, PurbaBardhaman
Tender Reference No.:— 600/abuj-1/2024-2025
Tender Id:-
1) 2024_ZPHD_779758_1
2) 2024_ZPHD_779758_2
3) 2024_ZPHD_779758_3
Dated 05/12/2024
e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTenders from **06/12/2024 to 16/12/2024 upto 4: 55 pm**. For further details visit the website **https:// wbtenders.gov.in/**

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill- CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block , CHANDITALA , Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **SL NO 1 :-NIT no-359/CGP dt 06.12.2024 Tenderid-** 2024_ZPHD_780078_1 **Publish Date-06.12.2024 04.00 PM ; Name of The Work** Estimate of 11 NOS Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for PAIRAGACHA IMIS Village (SBM PART) **UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ;;Estimated Amount-Rs.** 859815 **.00**
SL NO 2 :- NIT no-360/CGP dt 06.12.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_780128_1 **Publish Date-06.12.2024 04.00 PM ; Name of The Work :-** Estimate of 5 NOS Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for PAIRAGACHA IMIS Village (15 TH FC PART) **UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT ;;Estimated Amount-Rs.** 390825 **.00**
Completion Time-**15 days** . Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-**16.12.2024, 02.00 PM** , DATE of opening technical & Financial BID **16.12.2024 , 02.00 PM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

PROFECTUS CAPITAL
প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
বি/১৭, ৪র্থ তল
আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় / নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ
{সারফায়েসি আইনের অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ৮ (৬) এর প্রভিসো সহ পড়ুন}

যেখানে প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা মো. (অতঃপর 'প্রফেক্টাস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থের প্রয়োগ আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে 'সারফায়েসি আইন) এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের সাথে পড়া হয়েছে (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। SARFAESI আইনের ১৩(২) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং সমস্ত খরচের চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ। উল্লেখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত ইত্যাদি।
নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গুলি) এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের (দের) নোটিশ দেওয়া হল যে অনুমোদিত অফিসার নিরাপত্তা সহ পড়া SARFAESI আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দখল নিয়েছেন সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২, **"যা যেমন আছে সেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে তেমন" এর উপর নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে ভিত্তি, যা কিছু আছে ভিত্তি, এবং টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য কোন উপায় নেই। ৩৫,৮৬,৯৬৭/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নশো সাতষট্টি টাকা) ১০.০১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া,** প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, **(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর কারণে আরও সুদ এবং অতিরিক্ত/দন্ড, বকেয়া নিরাপত্তা স্বার্থের বিধি ৮ এবং ৯ এর অধীনে প্রফেক্টাস (এনফোর্সমেন্ট) নিয়ম, ২০০২ নীচের নিলামের সময়সূচী অনুযায়ী দরপত্র/বিড আমন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য শর্তাবলী বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইট অন্যান্য **https://www.profectuscapital.com**।

নিলামের সময়সূচী

সম্বন্ধে থাকা সম্পত্তি/বাড়ির বিবরণঃ ৪০ দশমিকের মধ্যে প্রায় ৩৩ ডেসিমেল পরিমাপ করা সমস্ত জমি এবং দাগ নং ১১১৬-এর অংশ গঠন করে তার উপর দাঁড়ানো কাঠামো আর.এস. খতিয়ান নং. ৪৩ অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং. ৩৬১ [ডিড অনুযায়ী] এবং বর্তমান এল.আর. ১৫০৪ [এল.আর পরচা অনুযায়ী] নদীয়া জেলার গোলডোভ মৌজায় হরিণঘাটা থানার অধীনে নাগরুখড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে।
পরিচিত দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)ঃ প্রফেক্টাসের কাছে পরিচিত নয়
রিজার্ভ প্রাইস (টাকাতে)ঃ টাকা ৫৭,৯০,০০০/- (পাঁচাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)
'প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পক্ষে ডিডি/পিও-এর মাধ্যমে বায়না জমা (টাকাতে), কলকাতায় প্রদেয়ঃ টাকা ৫৭,৯০,০০০/- (পাঁচাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ টাকা ১,০০,০০০/- **বিড ইনক্রিমেন্টাল টাইমঃ**-এক মিনিট
ইএমডি সহ সিল করা অফার/টেন্ডার সহ বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, সময় এবং স্থানঃ ০৬.০১.২০২৫ পর্যন্ত বিকাল ০৪.০০ শাখা সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল, ৫১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত।
বিড খোলার তারিখ, সময় এবং স্থানঃ ০৮.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০টায় সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল, ৫১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত।
সম্পত্তি পরিদর্শনঃ ১৮.১২.২০২৪ থেকে ২০.১২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত।
দরপত্র/বিড কাম নিলাম ফর্মের খরচঃ নেই
অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরতঃ নিলামের তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে।
নিশ্চিত সফল দরদাতার জন্য গৃহীত সর্বোচ্চ বিডের ২৫ শতাংশ পেমেন্টের শেষ তারিখ (ইএমডি সহ)ঃ বিড নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে অর্থপ্রদান করা উচিত।
সর্বোচ্চ বিডের ৭৫ শতাংশ ব্যালেন্স পরিশোধের শেষ তারিখঃ বিড/বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে
ঋণগ্রহীতার বিবরণ
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধক নামঃ ১.কালীপদ মন্ডল (ভাই ভাই হাস্কিং মিল) ২. গৌরী মন্ডল
সারফায়েসি আইনের U/Sec.13(2) ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ১১ই জানুয়ারী, ২০২৪
এএমটি সারফায়েসি আইনের U/Sec.13(2) এর ডিমান্ড নোটিশ (টাকাতে)ঃ টাকা ৩৫,৮৬,৯৬৭/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার নশো সাতষট্টি টাকা মাত্র)
দখলের তারিখঃ ১৮ই মার্চ, ২০২৪
দখল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখঃ ১৯ই মার্চ, ২০২৪
১০.০১.২০২৪ তারিখে বকেয়া পাওনা (টাকাতে)ঃ টাকা ৩৫,৮৬,৯৬৭/-

আগ্রহী পক্ষগুলি আরও বিশদ/স্পষ্টীকরণের জন্য এবং তাদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার শ্রী সন্দীপ পাতিলের (ইমেইল-sandeep.patil@profectuscapital.com) সাথে যোগাযোগ করতে পারে
স্বা /-
অথোরাইজড অফিসার
তারিখঃ ০৭.১২.২০২৪
প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

Office of the Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-11/2024-25 (Tender ID- 2024_ZPHD_779460)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for similar 3 no (three) Nos. works. Last date of documents download & bid submission is **13 th December 2024 at 6:30 p.m.** For details please visit website:**www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 75/Q of 2024-25
N.W- Temporary arrangement for light , fan ,security light and hiring of DG Sets etc. with allied electrical works for Dighi Bungalow, other venues and Helipad ground at Digha, Purba Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last dt. application: 07.12.24 upto 11:45 AM Last dt. permission: 07.12.24 upto 12:00 Noon Last dt. Of receiving quotation: 07.12.2024 upto 12:30 PM Dt. of Opening: 07.12.24 at 1:00 P.M
Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

MAJDIA SKUS LTD.
Majdia, Charbramanagar, Nadia
Regd. No.-479 Dated 02.07.1966
বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতির সমূহের সহ-নিয়ামক, নদীয়া রেঞ্জ, মহাশয়ের আদেশ নং ৯১৮ তারিখ ২২।০৭।২০২৪, অত্র মাজদিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সহকারী নির্বাচন আধিকারিক (A.R.O) বলে বলীয়ান হইয়া আমি শ্রী রমেন সরকার সমবায় পরিদর্শক মাজদিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সভ্য ও সভ্যাগণকে অবগত করা হইতেছে যে মাজদিয়া, সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে খসরা ভোটার তালিকা আগামী ০৯।১২।২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হইবে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে।
উক্ত তালিকা সম্পর্কে সংযোজন, সংশোধন এবং আপত্তি জানানো যাইবে ০৯।১২।২০২৪ **হইতে** ১৬।১২।২০২৪ **বেলা ১১-০০ টা হইতে বেলা ৩-০০ টা পর্যন্ত** সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে।
উক্ত আপত্তি সম্পর্কে শুনানী হইবে ১৭।১২।২০২৪ **বেলা ১২-০০ টা হইতে ৩-০০ টা পর্যন্ত** সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবে ১৮।১২।২০২৪ **সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বেলা ২-০০ ঘটিকায়।**
তারিখঃ ০৪।১২।২০২৪
Asst. Returning officer
Majdia S.K.U.S. Ltd.
&
Inspector of Co-operative Socities
Nabadwip Development Block

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.- JAGATBALLAVPUR,DIST.- HOWRAH, PIN-711404
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur,Howrah for the following works:02 (TWO) nos of schemes from SBMG & CENTRAL FINANCE COMMISSION scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/732/SBM/2024, 06/12/2024 TO BAR-II/733/15 TH FC/ 2024,06/12/2024.** Last date of submission of tender:**13/12/2024 (10:00 AM)**. For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.
Sd/-Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-6/BDO/24-25, Dt.-06/12/2024 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2024_ZPHD_780052_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI PANCHAYAT SAMITY
Sealed tender is being invited by the undersigned vide **eNIT no-WBNZP/EO/KLY/NIT-54/2024-25, Memo No-459/KLY/PS Dated: 04.12.2024**. Bid submission start date is **04.12.2024**. Last date of Bid submission: **13.12.2024 upto 6:00 pm**. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.
Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম + পোষ্ট ঃ- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬
ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি
প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
১) NIT- 1924-25 (jau/1120) dated 29.11.24
২) NIT - 2024-25 (jau/1133) dated 5.12.24.
বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com** -তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে **সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
43A/GPW/ WBFDC/2024-25	Supply of different materials for maintenance works at MTPS, DVC Mejia.	07.12.2024	16.12.2024
43B/GPW/ WBFDC/2024-25			
43C/GPW/ WBFDC/2024-25			
43D/GPW/ WBFDC/2024-25			
43E/GPW/ WBFDC/2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Exe. Engr. (C)/Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EEC/I/008/34/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of asphaltum pavements at 18/12, 77 Raja Raj Ballav Street, 20, 42A, Ramkanta Bose Street and surrounding areas in Ward No.-08.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,883.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
(2) NIT No.: KMC/EEC/I/007/32/2024-2025
Name of the Work: **Construction of pits, catch pits and its connections at 1, 16A, D. C. Mukherjee Street and other places in Ward No.-07.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,44,691.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(3) NIT No.: KMC/EEC/I/003/24/2024-2025/BS
Name of the Work: **Improvement of drainage system at 21/H/16, R. M. Road in Ward No.-03.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,33,897.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(4) NIT No.: KMC/EEC/I/005/39/2024-2025
Name of the Work: **Repairing to damaged pits at 4, Bhairab Mukherjee Lane, 7B, Nilmoni Mitra Row and other surrounding areas in Ward No.-05.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,48,163.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(5) NIT No.: KMC/EEC/I/005/38/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of IPS passages at Bonomali Chatterjee Street, Raja Sew Box Bogla Lane etc. and other surrounding areas in Ward No.-05.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,538.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(6) NIT No.: KMC/EEC/I/005/37/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing pit covers at various places in Ward No.-05.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,777.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(7) NIT No.: KMC/EEC/I/005/35/2024-2025
Name of the Work: **Relaying of kerb and channel along Manmatha Nath Dutta Road (from Junction of Raja Manindra Road to Indra Biswas Road) in Ward No.-05.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,879.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(8) NIT No.: KMC/EEC/I/003/47/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of drainage systems at 1/5B, 1/4/1E, J. K. Ghosh Road and other places in Ward No.-03.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,806.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(9) NIT No.: KMC/EEC/I/003/48/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of IPS passages at 28, 29, R. M. Road and other places in Ward No.-03.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,54,344.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(10) NIT No.: KMC/EEC/I/006/42/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of sewer at 4C, 4D, Lockgate Road, 20/1, 22, K. C. Road and different places in Ward No.-06 under Br.-I.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,366.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(11) NIT No.: KMC/EEC/I/006/35/2024-2025
Name of the Work: **Improvement of Bathing platforms at 8, 24, 46, Lockgate Road, 7, K. L. Das Road and different places in Ward No.-06.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,691.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
(12) NIT No.: KMC/EEC/I/006/38/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of IPS passages at Lala Babu Lane in Ward No.-06.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,83,465.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.12.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 12). Tender will be opened on: **21.12.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 12). The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 12) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 12)
The **Exe. Engr. (C)/Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE-III/31/35/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of passage at 18 S. K. Daw Lane and 95, 94, N. M. Road in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,824.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/EE-III/31/36/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing Pit cover at different location in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,007.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/EE-III/31/26/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Sanitary Latrine at 23/3, 20/4/3 S. K. Daw Lane and different places in S. K. Daw Lane and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,852.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(4) NIT No.: KMC/EE-III/31/33/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Removal of chokage from sewer at 14 Nos. Kankurgachi 2nd Lane and Gore Bibi Lane and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,819.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(5) NIT No.: KMC/EE-III/31/27/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Tap water platform at 20/2A, 20/2D S. k. Daw Lane and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,79,990.00**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.**
(6) NIT No.: KMC/EE-III/31/34/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Pit raising at 30 M. B. Lane, R. K. Samadhi Road and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,754.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(7) NIT No.: KMC/EE-III/31/31/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of passage at 20/2A, 20/2D S. K. Daw Lane and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,415.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(8) NIT No.: KMC/EE-III/31/32/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of passage at 98, 97, 95, 94, N. M. Road and different places in Ward No.-31.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,319.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 8). Last Date and Time of submission of Bid: **16.12.2024 upto 12 noon** (For Sl. No. 1 to 8). Date and time of opening of Bid: **18.12.2024 after 12 noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **07.12.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).
The **Exe. Engr. (C)/Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/022/E18/24-25/R (3rd Call)
Name of the Work: **Thorough improvement of Burtolla Street from Crossing of Nalini Seth Road to Kalakar Street in Ward No.-22, Br.-IV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,91,430.04**. Earnest Money: ₹ **5,850.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/20/2024-2025/R
Name of the Work: **Improvement of sewer line from 9/1/A Khelat Ghosh Lane to 9/2/11 Khelat Ghosh Lane in Ward No.-24.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,34,771.28**. Earnest Money: ₹ **8,700.00.** Period of Completion: **20 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/38/BUSTEE-6/24-25/R
Name of the Work: **Repairs to Sewer line, Inspection pits at 147/H/19, 147/H/20, K. C. Sen Street and other Bustee area in Ward No.-38.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,63,357.72**. Earnest Money: ₹ **3,270.00.** Period of Completion: **65 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **16.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The tender will be opened on: **18.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).
The **Exe. Engr. (C)/Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/031/2024-2025/R
Name of the Work: **Renovation of some portion of Labour quarter at 9/5 Phears Lane in Ward No.-44.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,79,757.72**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/31/2024-2025
Name of the Work: **Development of stone sets Footpath/Pavement at Tarachand Dutta Street & Ramlochan Mulick Street (portion) in Ward No.-43 under Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,226.20**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **16.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender: **18.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/050/20/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Uttaran signage at Entry point of S. B. Dey Street, Gomesh Lane and other Bustee Br.-V locations in Ward No.-50.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,91,460.14**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.12.2024 – 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **21.12.2024 – 11 a.m.**. The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** **(1004/24-25)**

চাষাবাদ

লেবুচাষে পোকার উপদ্রব, কি ভাবে আপনি নিরাময় করবেন

প্রতিকার

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ফলগুলিও ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। ১ বোর্দো মিশ্রণ এবং ডিফোলাটান দিয়ে স্প্রে করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কার্বেন্ডাজিম ১.২৫ গ্রাম পার লিটার ও ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে এবং প্রস্তাবিত পটাশিয়াম স্যার প্রয়োগ করতে হবে।

ক্যাঙ্কার

এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলি হল এই রোগটি পাতা, শাখা-প্রশাখা, ফলকে আক্রমণ করে। এটি গুরুতর হলে কাণ্ড এবং শিকড় আক্রান্ত হয়। ক্ষতগুলি গোলাকার হলুদ দাগ হিসেবে প্রদর্শিত হয়, যা কিছুটা বড় হয় এবং বাদামী হয়ে ফেটে যায় এবং কর্কি হয়ে যায়। এই ক্ষতগুলি হলুদ হ্যালো দ্বারা বেষ্টিত থাকে। ফলের উপর ক্ষত পাতার মতো হলুদ আভা ধারণ করে না। ফলের উপর বেশ কিছু ক্ষত একত্রিত হয়ে প্যাঁচ তৈরি করতে পারে। ফলের উপর ক্ষতগুলি গর্তের মত চেহারা ধারণ করে। পাতায় ক্ষতের কারণে পাতার ক্ষয় হয় এবং ডালপালায় গুরুতর সংক্রমণের কারণে ডাই-ব্যাক উপসর্গ দেখা দিতে পারে, গাছগুলির উচ্চতাও বেশি হয় না। এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুটি হল জ্যান্থোমোনাস এক্সেনোপেডিস পিভি সিট্রি নামক একটি ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া সাধারণত শীতকালে আক্রমণ করে এবং বর্ষাকালে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার

বর্ষার আগে সমস্ত ক্যাঙ্কার আক্রান্ত ডাল, পাতা, ফল ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। একটি কীটনাশকের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ানাশক পর্যায়ক্রমে স্প্রে করতে হবে। কপার অক্সি ক্লোরাইড (৩০ গ্রাম) ১০ লিটার জলে প্রতি ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। বর্ষাকালে ২০ দিনের ব্যবধানে এটি তিনবার স্প্রে করতে হবে এবং মার্বেল পর্যায়ে এটি দুটি স্প্রে এবং ৩০ দিন পর আর একটি স্প্রে করে ফলের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ট্রিস্টেজা বা দ্রুত পতন

এই রোগাক্রান্ত গাছ প্রাথমিক অবস্থায় ক্লোরোটিক এবং অসুস্থ দেখায়। ধীরে ধীরে পাতা ঝরে যায় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ডালগুলি মরে যায়। ক্ষয়প্রাপ্ত গাছগুলি ধীরে ধীরে মরে যায়। তবে কখনও কখনও দৃশ্যত সুস্থ গাছ হঠাৎ মারা যায়। কচি পাতায় শিরা পরিস্কার এবং শিরার ফ্লেক মাঝে মাঝে দেখা যায়। কাঠের সিলিন্ডারে লিনিয়ার পিট দেখা যায়। এই রোগ গাছের শিকড়গুলিতে গ্রাফট ইউনিয়নে ফ্লোয়েম নেক্রোসিস ঘটায়। এই রোগাক্রান্ত গাছগুলিতে প্রচুর ফুল ফোটে, কিন্তু গাছের উচ্চতা কম হয় এবং কম ফল ধরে, ফলগুলি ছোট আকারের এবং নিম্নমানের হয়। ফলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গাছ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়। এটি একটি ভাইরাস সংক্রান্ত রোগ।

প্রতিকার

রোগ দেখা গেলেই সমস্ত রোগাক্রান্ত গাছ সরিয়ে ফেলুন। মেটাসিটক্সআর ২৫ ইসি (০.০৫) এর মতো কীটনাশকের পর্যায়ক্রমিক স্প্রে বাগানে রোগের গৌণ বিস্তারকে কমিয়ে দেয়। রোগ প্রতিরোধী রুট স্টক ব্যবহার করতে হবে।

এক্সোকর্টিস

এই রোগের লক্ষণগুলি হল পাতার নিচের দিকে ঝুঁকে পড়া, ছোট হয়ে যাওয়া আকারে এবং মধ্য শিরায় নেক্রোসিস, গাছের ছালের স্কেলিং এবং গাছের বদ্ধতা। এর জন্য দায়ী হল ভাইরয়েড। এই রোগটি নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগমুক্ত 'বাড উড' ব্যবহার করা উচিত এবং সঙ্গে সমস্ত কৃষিজ যন্ত্রপাতির স্যানিটেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিনিং

এই রোগের উপসর্গগুলি হল রোগাক্রান্ত গাছগুলির উচ্চতা কম হয়, প্রচুর পরিমাণে পাতা এবং ফল ঝরে পড়া লক্ষ্য করা যায়, আক্রান্ত গাছের কিছু শাখা প্রশাখা ডাই-ব্যাক উপসর্গত প্রদর্শন করে, ফল পরিপক্ক হওয়ার পরেও সবুজ থাকে এবং যে ফলগুলি সরাসরি সূর্যের সংস্পর্শে আসে সেগুলোর ছালের উপরিভাগে একটি সুস্পষ্ট হলুদ দাগ দেখা যায়, রোগাক্রান্ত ফলগুলি ছোট আকারের এবং বিকৃত হয়। এই রোগটির জন্য দায়ী ক্যান্ডিডেটোস লিবেরিব্যাক্টর নামক একটি ব্যাকটেরিয়া।

ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে যেকোনো পদক্ষেপ

ইউক্রেন যুদ্ধে যেন কোনোভাবেই রাশিয়ার 'কৌশলগত পরাজয়' না হয়, তা নিশ্চিত করতে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, রাশিয়ার এ পদক্ষেপ সম্পর্কে পশ্চিমাদের ধারণা দিতেই সম্প্রতি ইউক্রেনে নতুন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে মস্কো।

নভেম্বরে পূর্ব ইউক্রেনের নিপ্রো শহরে 'ওরেশনিক' নামের নতুন একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় রাশিয়া। ক্ষেপণাস্ত্রটি পরীক্ষা করতে ওই হামলা চালানো হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, প্রয়োজন পড়লে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র কাজে লাগাবেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'কিয়েভ সরকারকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশটির মিত্রদের বুঝতে হবে যে তারা রাশিয়ার যে কৌশলগত পরাজয়ের কথা বলছে, তা কোনো ভাবেই আমরা সফল হতে দেব না।'

সাক্ষাৎকারে ইংরেজিতে কথা বলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'তারা (পশ্চিমা) কোনো দেশ, অঞ্চল, মহাদেশনির্বিশেষে পুরো বিশ্বের ওপর নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে লড়াই করে। আর আমরা লড়াই করি আমাদের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থে।' ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এর আগে পশ্চিমারা রাশিয়াকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন লাভরভ। সে সময় পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। সাক্ষাতের পর তিনি বলেছিলেন, ইউক্রেন পরিস্থিতির অবনতি হয়, এমন কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে রাশিয়া।

ইউনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দফায় দফায় জরুরি বৈঠক

সামরিক আইন জারি করে তীব্র সমালোচনার মুখে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। ক্ষমতা ছাড়তে তাঁর ওপর চাপ বাড়ছে। ইউনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে শুক্রবার দফায় দফায় জরুরি বৈঠক করে দলগুলো। প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনে আগামীকাল শনিবার দেশটির পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হবে। প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল গত মঙ্গলবার রাতে আচমকা দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করলে দেশটিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়। সামরিক আইন জারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্ষোভের মুখে তা প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এর পর থেকে তাঁকে অভিশংসনের তৎপরতা শুরু করে বিরোধী জোট। আজ দলগুলোর মধ্যে জরুরি বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ইউনের দল পিপল পাওয়ার পার্টির (পিপিপি) প্রধান হান ডং হুন বলেন, যদি ইউন সুককে ক্ষমতা থেকে না সরানো হয়, তাহলে দেশের জনগণ বড় বিপদে পড়বে। ইউন প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে গেলে সামরিক আইন জারি করার মতো ঘটনা আরও ঘটতে পারে। যদিও এক দিন আগেই পিপিপি জানিয়েছিল, তারা ইউনকে অভিশংসনের বিপক্ষে। নিজের দলও বিপক্ষে যাওয়ায় এখন ইউনকে অভিশংসন করা সহজ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্ট ৩০০ আসনবিশিষ্ট। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীরা। ইউনকে অভিশংসনে দুইতৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০০ এমপির ভোট প্রয়োজন। অভিশংসন নিয়ে ভোটাভুটিতে বিরোধী জোটকে ক্ষমতাসীন দলের অন্তত আটজন এমপিকে নিজেদের পক্ষে টানতে হবে।

নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন ইউন

সামরিক আইন জারি করার রাতে প্রেসিডেন্ট ইউন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে আটক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শীর্ষ এসব নেতার মধ্যে ইউনের নিজের দল পিপিপির প্রধান হান ডং হুনও ছিলেন।

গতকাল এ তথ্য জানিয়ে পিপিপির প্রধান হান ডং হুন বলেন, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। পিপিপির প্রধান জানান, প্রেসিডেন্ট ইউন গোয়েন্দা পুলিশের প্রধানকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে আটকের নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের আটক করার নির্দেশ দেন তিনি।

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা

মালিগাঁও, ০৬ ডিসেম্বরঃ প্রথমবারের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে পয়েন্ট্স ও ক্রসিঙের দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাইড্রা ক্রেন ও ব্যাক-হোয়ে লোডারের মতো রোড মেশিনারি ব্যবহারের এক উদ্ভাবনী পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পয়েন্ট্স ও ক্রসিং হলো রেলওয়ে নেটওয়ার্কের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ট্রেনকে ট্র্যাক পরিবর্তন এবং অন্য দুটি ট্র্যাককে নিরাপদে অতিক্রম করার অনুমতি দেয়। ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত পাণ্ডু মেশিন সাইডিঙে এই উদ্ভাবনী পদ্ধতির সফল পরীক্ষা চালানো হয়, যা রেলওয়ে ট্র্যাকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সময় অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে এই জোনের যে প্রচেষ্টা তার এক উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েতে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত ট্র্যাকের মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়, যা ট্র্যাকের দক্ষ ও নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার দ্বারা রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েতে ১৬৮৪টি ট্র্যাক মেশিন দিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং আরও ৩০১টি মেশিন সরবরাহ প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই মেশিনগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যালাস্ট ক্লিনিং মেশিন, টেম্পিং মেশিন, ডাইনামিক ট্র্যাক স্ট্যাবিলাইজার্স, মাক ডিসপোজাল ইউনিট এবং আরও অন্যান্য। ভারতীয় রেলওয়ের ট্র্যাক মেশিনের বৃহৎ সরবরাহকারী প্লাজার ইন্ডিয়া ভারতীয় ও বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে গুজরাটের কার্জানে একটি নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' এবং ''আত্মনির্ভর ভারত''-এর মতো অভিলাষী পদক্ষেপের সাথে সংগতি রেখে প্লাজার ইন্ডিয়া শুধমাত্র ঘরোয়া উৎপাদনে স্বদেশি উপাদান বৃদ্ধি করেনি, বরং তার পাশাপাশি ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশেও রপ্তানি শুরু করে। পয়েন্ট্স ও ক্রসিঙের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রোড মেশিনারির ব্যবহারের উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি ট্র্যাক মেশিনের বল বৃদ্ধি হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নিখুঁত পরিকল্পনা ও লজিস্টিক প্রত্যাহ্বানগুলি অতিক্রম করার প্রতি মনোনিবেশ করে এই পদ্ধতিটি ব্যালাস্ট কুশন বৃদ্ধি ও ট্র্যাকের স্থিতিশীলতা উন্নত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফল দিয়েছে। রোড মেশিনারির সহজ উপলব্ধতা এবং সহজগম্য নয় এমন স্থানগুলিতে সহজে নিয়োজন করার ক্ষমতার জন্য এই পদ্ধতিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে থাকা প্রত্যন্ত ও দূর-দূরান্ত স্থানগুলিতে বিস্তৃত বৃহৎ সংখ্যক পয়েন্ট্স ও ক্রসিঙের দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ট্র্যাক মেশিনগুলিকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে।

এই অগ্রণী প্রচেষ্টা ট্রেন পরিচালন ও পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করার দিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রতিশ্রুতি তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে, সাথে সমগ্র দেশজুড়ে রেলওয়ে জোনগুলির জন্য এক মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে।

ইমরান খান দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। পাশাপাশি দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের আগামী সপ্তাহে সমাবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তান তেহরিকইইন সাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। রাজধানী ইসলামাবাদে পিটিআইয়ের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতা এবং এতে প্রাণহানির ঘটনার কয়েক দিন পরই এমন হুমকি দিলেন ইমরান খান। গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইমরান খান ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারে দলের সমাবেশে যোগ দিতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পেশোয়ার দেশটির খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশে এখন পিটিআই ক্ষমতায়। গত ২৫ নভেম্বর ইসলামাবাদে পিটিআইয়ের সমাবেশে এবং গত বছরের ৯ মে দেশজুড়ে সহিংসতার ঘটনায় একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ইমরান খান। ইমরানের মুক্তি দাবিতে গত মাসে ওই সহিংসতায় ১২ পিটিআই সমর্থক নিহত হন। গত বছরের ওই সহিংসতায় নিহত হন ৯ জন। ইমরান খান বলেছেন, এসব ঘটনায় গ্রেপ্তার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এ দুই দাবি যদি পূরণ না হয়, তাহলে ১৪ ডিসেম্বর থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। আর এর যেকোনো পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে সরকার।'

তবে পাকিস্তান সরকারের দাবি, গত ২৫ নভেম্বর পিটিআইয়ের বিক্ষোভের প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর গত বছরের ৯ মে ইমরান খানের সমর্থকেরা সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছিলেন। নতুন মামলায় অভিযুক্ত ইমরান এদিকে গত বছরের ৯ মের সহিংসতার ঘটনায় একাধিক অভিযোগে গতকাল ইমরান খানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

তবে অতীতের মতো এবারও ইমরান খান এসব মামলার দায় স্বীকার করেননি। ২০২২ সালে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয় ৭২ বছর বয়সী প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা ইমরান খানকে।

সাপ বিষয়ক সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ ডিসেম্বরঃ সুন্দরবনে সাপের উপদ্রব এই শীতকালেতেও কম নয়।কয়েক মাস আগেও সুন্দরবনে কালাচ সাপের কামড়ে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল। বর্তমানে চন্দ্রবোঁড়ার উপদ্রব বেশি। তাই সাপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সহায়তায় জয়নগর ২ নং বিডিওর উদ্যোগে শুক্রবার জয়নগর ২ নং বিডিও অফিসে সাপ সচেতনতা মূলক শিবির হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক তথা সর্প বিশেষজ্ঞ ডা. সমরেন্দ্র নাথ রায়, বিজ্ঞান কর্মী নারায়ন চন্দ্র বাগ,ডা. রুপংকর বোস, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু সহ আরো অনেকে। এদিন সাপের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে ছবি দেখিয়ে সচেতন করা হয়। কোন সাপে কি হয় তা তুলে ধরা হয়।এব্যাপারে ডা. সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, সাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কালাচ ও চন্দ্রবোঁড়ার। তবে কেউটের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই শিবির। জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন, সুন্দরবনের এই ব্লক এলাকায় সাপের কামড়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

নববারাকপুরে আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নববারাকপুর, ৬ ডিসেম্বরঃ ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ৬৯ তম মহাপ্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর মাসুন্দা ড. বি আর আম্বেদকর স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও নিউ বয়েজ ক্লাব। শুক্রবার সকালে দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নববারাকপুর পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের মাসুন্দা নিউ বয়েজ ক্লাব প্রাঙ্গণে আম্বেদকর মর্মর মূর্তি তে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান হয় । উদ্যোক্তাদের পক্ষে আম্বেদকর অনুরাগী অনিমেশ হালদার বলেন আজ ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকর দিল্লি নিজ বাসভবনে চির নিদ্রায় মারা যান। তার স্মৃতিতে দিনটি মহাপরিনির্বাণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে তার মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি হয় আলোচনা। প্রতি বছরের মতো এবছর ও দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে নববারাকপুর ড.বি আর আম্বেদকর স্মৃতি রক্ষা কমিটি। আম্বেদকর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় পুর প্রতিনিধি শিক্ষিকা শোভা রায়, জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ নিতাই পদ রায়, আম্বেদকর অনুরাগী সংগঠক দিলিপ বিশ্বাস, অনিমেষ হালদার , গোলক খাঁ, শম্ভু নাথ মন্ডল,গৌরি বিশ্বাস, অমিতাভ বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস,মাধব বসু, সহ স্থানীয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। অন্যদিকে নববারাকপুর থানার উদ্যোগেও আম্বেদকরের প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, এসআই অর্নব মিস্ত্রি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি নির্বাচনী সমাবেশে মার্কিন প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে সিনেটে রুদ্ধদ্বার বৈঠক আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রায় ১০০ কূটনীতিক, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তুলসী গ্যাবার্ডের অভিজ্ঞতার ঘাটতি, তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদের মতো স্বৈরশাসকদের প্রতি 'সহানুভূতি' থাকার অভিযোগ এবং অন্যান্য উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে ওই কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা এ বৈঠকের আহ্বান জানান। এক খোলাচিঠিতে কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা তাঁদের ওই উদ্বেগ জানান। চিঠিতে তুলসীর ব্যাপারে অসন্তোষ জানিয়ে তাঁরা বলেন, প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও হাওয়াইয়ের প্রতিনিধি পরিষদ সদস্যের গোয়েন্দা খাতে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান শুরু করা নিয়ে প্রচলিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো তিনি ধারণ করেন। এ ছাড়া ২০১৭ সালে দামেস্কে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদের সঙ্গে বৈঠক করার পর নিজেকে রুশ ও সিরীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছেন তিনি। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেরম্যান, ন্যাটোর প্রাক্তন উপমহাসচিব রোজ গটেমোলার, সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যান্থনি লেক। আছেন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার (ডেমোক্রেটিক দলের নেতা) এবং আগামী সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনকে (রিপাবলিকান পার্টির নেতা) সম্বোধন করে এ চিঠি লেখা হয়েছে। চিঠিতে ওই কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা সিনেটের প্রতি 'যথাযথ তদন্ত, শুনানি ও নিয়মিত আদেশ অনুসরণ করাসহ তার সাংবিধানিক পরামর্শ এবং সম্মতিসূচক ভূমিকার পূর্ণ ব্যবহার করার' অনুরোধ জানান। এ ছাড়া সিনেট কমিটির প্রতি এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে 'সহজলভ্য সব তথ্য' বিবেচনা করার আহ্বান জানান তাঁরা যাতে 'মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রগুলো ও পদ্ধতির সুরক্ষায়' গ্যাবার্ডের দক্ষতাযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যায়। ইতিপূর্বে একই ধরনের সমালোচনাকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তুলসী ও তাঁর সমর্থকেরা। তাঁরা বলেছেন, সিরিয়া ও ইউক্রেনে হস্তক্ষেপবিরোধী তাঁর ভূমিকাকে রাজনৈতিক শত্রুরা ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন। উল্লেখ্য, তুলসী নিজেকে ইসরায়েল ও 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের' একজন কট্টর সমর্থক হিসেবে এরই মধ্যে পরিচয় দিয়েছেন।

Name Change

I , Prodip Sen S/O- Mahendra Nath Sen resident of Vill- Swastipally, Gangpur, P.O.- Joteram, P.S.- Saktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'PRADIP SEN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 03/12/2024. That Prodip Sen and Pradip Sen both are same and one identical person.

Name Change

I, NAJIA PARVIN BIBI W/O SAMIM AKTAR MONDAL residing at Vill-Kachua Swarupnagar, P.O.-Kachua, P.S.-Matia, Dist.-North 24 Parganas W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NAJIA PARVIN BIBI instead of NAJIA which is wrongly recorded in my daughter SABNUR SULTANA's Birth Certificate (Reg. No. 1325, Dt. 05.09.2002), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat, North 24 Parganas on 06/12/2024. NAJIA PARVIN BIBI and NAJIA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK NISAT ALAM residing at Vill. & P.O.- Nehalpur, PS-Matia, Dist. North 24 Parganas, Pin-743437 WB, India do hereby solemnly affirm & declaring my and my father's actual name SK NISAT ALAM S/o SK AKTARUL ALAM instead of NISAT ALAM SEIKH S/o SEIKH AKTARUL ALAM which is wrongly recorded in my Passport Being No. T8464027, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas on 06/12/2024. SK NISAT ALAM S/o SK AKTARUL ALAM and NISAT ALAM SEIKH S/o SEIKH AKTARUL ALAM all are same and one identical person.

Name Change

I, Kishan Bhala (Old Name) S/o Dinesh Kumar Bhala Residing at G.F-30, Nabapally, Jardabagan,Rajarhat Gopalpur (M), Jyangra,District- North 24 Pgs , Pin- 700059 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Kishan Kumar Bhala (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Sealdah vide affidavit no 0826 Date 06-12-2024. Kishan Bhala (Old Name)and Kishan Kumar Bhala (New Name)both are same and one identical person.

Name Change

I, Dinesh Bhala (Old Name) S/o Kailash Chandra Bhala Residing at G.F 30, Nabapally, Jardabagan , Rajarhat Gopalpur (M), Jyangra, District - North 24 Pgs, Pin- 700059 West Bengal India shall henceforth be known as Dinesh Kumar Bhala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2024 Dated 06-12-2024. Dinesh Bhala (Old Name) and Dinesh Kumar Bhala (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bulgany Mondal (Old Name) S/o Late Md Golam Mostafa Residing at Gorainagar, Aziznagar, District - 24 Pgs(N),Pin- 743425 W.B. India shall henceforth be known as Md Bulgany Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2024 Dated 06-12-2024. Bulgany Mondal (Old Name) and Md Bulgany Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SUDIP MANDAL (Old Name) S/O ANIL MANDAL, Residing at Vill-Palla, P.S.-Gopal Nagar, North 24 Parganas, Pin-743701, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUDIP MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 06-12-2024, SUDIP MANDAL (Old Name) and SUDIP MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

সীমান্তে গোরু পাচারের চেষ্টা, বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মানিকগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর ঃ সীমান্তে গোরু পাচারের চেষ্টার সময় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সিং পাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম মহম্মদ আনোয়ার (৩৫)। বাড়ি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানার ১০ মাইল ভজনপুর গ্রামে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ১৫-২০ জনের একটি দল গোরু নিয়ে উন্মুক্ত সীমান্ত অতিক্রম করে ফেরার সময় তাঁদের পথ আটকায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান। এরপর দুই তরফে সংঘর্ষ বাঁধে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিএসএফের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফের তরফেও ১০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তাতেই ওই বাংলাদেশি নিহত হয়। বাকিরা গোরু নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। একটি গোরু উদ্ধার করে বিএসএফ। ঘটনায় সাধন সাউড়ি নামে এক বিএসএফ জওয়ান আহত হন। তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনায় শুক্রবার থমথমে দুই বাংলার সীমান্ত এলাকা। চাপড়া বিওপির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার এদিন জানান, এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

আলিপুরদুয়ারে ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল সিভিক ভলান্টিয়ারের

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের সালসাবাদি এলাকায় জাতীয় সড়কে ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল কর্তব্যরত এক ট্রাফিক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম বিশ্বজিৎ গোস্বামী। তিনি মাঝেরডাবরীর বাসিন্দা ছিলেন। সূত্রের খবর, শামুকতলা থানার অন্তর্গত সালসালাবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন বিশ্বজিৎ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হরিয়ানা থেকে শিলিগুড়িগামী একটি ১৬ চাকার ট্রেলার বিশ্বজিৎকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়, বিশ্বজিৎ গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন দ্রুত বিশ্বজিৎকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে চালক ও খালাসিকে আটক করে।

এনজেপি মহম্মদ জহুরী হত্যাকান্ডে গ্রেফতার আরোও এক পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার রাজাহোলিতে নভেম্বর মাসের ১তারিখে একটি খুনের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠে স্থানীয় দুস্কৃতীদের চাহিদা মত অর্থ দিতে না পারায় ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করে দুস্কৃতীরা। তবে পুলিশের তদন্তে উঠে আসে অন্য বিষয়,জানা যায় জুয়া খেলা নিয়ে বিবাদ আর তার জেরেই খুন হয় মোহাম্মদ জহুরী। এই ঘটনায় দশ জনের নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে মোঃ জহুরীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ প্রথমে একজন পরে দুজনকে গ্রেফতার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ এই ঘটনায় যুক্ত আরো অনেককেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে,তাদের গ্রেপ্তার নিয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আর সেই কারণে অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায় রাজাহোলির স্থানীয় বাসিন্দাদের।শুধু তাই নয় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা।তার পরেই নরেচরে বসে পুলিশ প্রশাসন।তদন্তে নেমে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ শুক্রবার ভোড়ে ইসলামপুরের রাজগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করে মহম্মদ নওসাদ,ওরফে কাঞ্চাকে। শুক্রবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের স্বার্থে ৫দিনের রিমান্ডের আবেদন জানাবে পুলিশ।

আবাস যোজনার ঘরের জন্য হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন মন্ত্রীর গ্রামেরই বঞ্চিত উপভোক্তারা

তনুজ জৈন,মালদা, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিশেষ গ্রাম সভা অধিবেশনে আবাস যোজনার ঘরের জন্য ব্লক ও পঞ্চায়েত আধিকারিকদের সামনে অভিযোগ জানাতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন বঞ্চিত উপভোক্তারা। জেলা শাসকের নির্দেশে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ১৬ টা অঞ্চলে ছিল বিশেষ গ্রাম সভা। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের গ্রাম মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঙ্গনদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসে গ্রাম সভা। এই সভায় প্রায় অঞ্চলের প্রায় দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলা। সভায় মূলত আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এই তালিকায় কারা ঘর পাওয়ার যোগ্য ও কারা অযোগ্য তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন ব্লক আধিকারিকরা। যোগ্য তালিকায় নাম না থাকায় অনেকেই অভিযোগ জানাতে গিয়ে আধিকারিকদের সামনে কেঁদে ফেলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক বিল্টু সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান মৌসুমী দাস ও পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধী দল নেতা মকরম

আলি ওরফে স্বপন আলি সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। গাঙ্গনদীয়া মসজিদ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা জাহানারা বিবি পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিককে অভিযোগ জানাতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন,তিন মেয়ে ও স্বামী স্ত্রী সহ মোট পাঁচজনের পরিবার। উপরে টিন ও বাঁশের বেড়া দেওয়া কাঁচা ঘরে বসবাস করছি। স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন। আমার একটি হাত ভেঙে গিয়েছে। অর্থাভাবে ঘর করতে পারিনি। কয়েক বছর আগে পঞ্চায়েত আধিকারিকরা এসে ঘরের ছবি করে নিয়ে গিয়ে ছিল। তারপরেও নাম আসেনি। খুব কষ্টে দিন কাটছে। আমি আর কত গরীব হলে ঘর মিলবে। গাঙ্গনদীয়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আলাউদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, ২০২২ সালে তালিকায় আমার নাম ছিল। দিনমজুর করে পাকা বাড়ি করেছি। সেই বাড়ি দেখে আমার নামটি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ শিক্ষক সমাজের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বৃন্দ এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন।প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ তন্ময় দত্ত জানান, গতকাল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ কুশল বরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা করছি আমরা, এর পাশাপাশি বিগত কয়েক মাস ধরে সেই দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দুদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করার পাশাপাশি ধিক্কার জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কেন্দিয় সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই আসা রাখছি।

বেআইনিভাবে বালি পাথর পরিবহনের বিরুদ্ধে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা,শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বেআইনিভাবে বালি পাথর পরিবহনের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাথর পরিবহন নয়, কড়া বার্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর এরপর থেকেই একের পর এক অভিযান শুরু হয়েছে রাজ্যে। রাজ্যের প্রতিটি থানার পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি থানাও তৎপর। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভক্তিনগর থানার নর্থ বেঙ্গল মোর এলাকায় সেবক রোডে একটি বেআইনি বালি পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হাক্রু রায় নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বেআইনিভাবে বালি পাথর পরিবহনের অভিযোগে ওই ট্রাকটারটিকে আটক করা হয় .

এক অসহায় যুবকের পাশে দাঁড়ালেন মালতীপুরের বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ডিসেম্বর ঃ মানবিক বিধায়ক। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক অসহায় যুবকের পাশে দাঁড়ালেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই যুবকের চলাচলের জন্য প্রদান করলেন একটি হুইল চেয়ার। বিধায়কের এহেন মানবিক উদ্যোগের ছবি নজরে এল চাঁচল-২নং ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিয়া গ্রামে। জানা গেছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় দীন মজুর সালিমুদ্দিনের একমাত্র ছেলে সামিম আক্তার গত ছয় বছর আগে হঠা করেই অসুস্থতার কারণে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পা।। এরপর থেকে বাড়িতেই শয্যাশায়ী, অসহায় অবস্থায় তার দিন কাটছিল। এই খবর জানতে পেরেই সামিমের বাড়ি ছুটে যান মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুবেজা খাতুন সহ অন্যান্যরা। তাদের সকলের উপস্থিতিতে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বছর ১৮র যুবক সামিমের চলাচলার জন্য একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন। এবং আগামীতে তাকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। বিধায়কের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসী।

বিপুল পরিমাণ জাল লোট সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ডিসেম্বর ঃ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জালনোট সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার জানলোট। উদ্ধার হওয়া জালনোটগুলি সবই ৫০০ টাকার। চরিঅনন্তপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই জালনোট পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম জেহেলু শেখ। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার হাটখোলা এলাকায়। এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চরিঅনন্তপুর থেকেই ওই ব্যক্তি জালনোটগুলি নিয়ে বাইরে কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তার আগেই ওই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৯০_২০২৪-২৫ তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ। ই-টেন্ডার নং. ২৯০_২০২৪-২৫ ।কাজের বিবরণ (১) হাওড়া** - পাঞ্জাব লাইনের কাছে গুলমোহর কলোনিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং জরাজীর্ণ এসি শীটের বাসস্থানের পরিবর্তে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট অতিরিক্ত মহিলা ব্যারাক নির্মাণ। (২) হাওড়া ডিজেল শেডে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। (৩) ডীপ পিট ১-৫ পাথওয়ে সম্প্রসারণ ও পরিবহন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং এসওয়াইএই কোচিং কমপ্লেক্স পিট লাইন ১-৫ ট্র্যাকের সম্প্রসারণ। (৪) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএমজি শাখায় বিএমজি কলোনীর কোয়ার্টারের ফুটো ছাদের মেরামতসহ আরসিসি রুফ স্ল্যাব, বিম, মেঝে সংস্কার ও অভ্যন্তরীণ সাদা এবং রঙীন করার কাজ। **আনুমানিক খরচ ঃ ₹ ৩,৪৪,০৭,৮৮১.১৭; বায়না অর্থ ঃ ₹ ৩,২২,০০০.০০;টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** শূন্য;**সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** গ্রহণপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়নার অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডারের নথির খরচ নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ-** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান টেন্ডারের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-465/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাংলাদেশীকে হোটেলে উঠতে না দেওয়া হয় বাকিদের অবিলম্বে ছাড়তে বাধ্য করা হয় এমনটাই দাবি বঙ্গী হিন্দু মহামঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, চিন্ময়ানন্দ মহাপ্রভুকে গ্রেপ্তার ও ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে একাধিক সংগঠন। গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে একের পর এক বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিবাদ। এবার যাতে কোন বাংলাদেশীকে হোটেলে উঠতে না দেওয়া হয় এবং যারা আগে থেকে আছেন তাদের যাতে অবিলম্বে হোটেল ছাড়তে বাধ্য করা হয় এমনটাই দাবি জানালো বঙ্গী হিন্দু মহামঞ্চ।

এর আগে অবশ্য মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশী পর্যটকদের হোটেলে উঠতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এবার সেই দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি গ্রেটার হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারস্থ হল মহামঞ্চ। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চর সভাপতি বিক্রমাদিত্য মন্ডল বলেন, যেভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, যেভাবে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। শিলিগুড়ির কোন হোটেলে যাতে বাংলাদেশীদের ঠাঁই না দেওয়া হয় সেই দাবি হোটেল মালিকদের জানানো হয়েছে। আর যারা আগে থেকে আছেন তাদেরকেও অবিলম্বে বের করে দেওয়া হোক যাতে তারা দেশে ফিরে যেতে পারে। আগামীতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক সংগঠনের কাছেও এই দাবি জানানো হবে যাতে তারা কোন বাংলাদেশীকে পরিষেবা না দেন। শিলিগুড়ি গ্রেটার হোটেলিয়ার্স ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, আমরাও বাংলাদেশে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তার ঘোষ বিরোধীতা করছি। তবে হোটেলে বাংলাদেশীদের উঠতে দেওয়া হবে কিনা সেটা সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে আসানসোলের পিঙ্কি ও রাহুলের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ ডিসেম্বর ঃ সংবিধান প্রণেতা ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ৬৮তম মৃত্যবার্ষিকী পালিত হল আসানসোলের বরাকর বাস স্ট্যান্ড মোড়ে। উদ্যোক্তা অখণ্ড ভারত এসসি, এসটি, ওবিসি মাইনোরিটি জয়েন্ট ফোরাম। সংগঠনের তরফে বাবাসাহেবের মৃত্যুদিবসে দুঃস্থ গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সুশৃঙ্খল ভারত গড়ার লক্ষ্যই ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন। ভারতের সংহতি, দেশপ্রেম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। যা সংবিধান রচনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর এই স্বপ্নকে সাধারণ মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে নীরবে কাজ করে চলেছে অখণ্ড ভারত এসসি, এসটি, ওবিসি মাইনোরিটি জয়েন্ট ফোরাম। তাঁদের এই কাজের

স্বীকৃতির মান্যতা পেল সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান মঞ্চ চাঁদের হাট হয়ে উঠেছিল। বাবাসাহেবের ৬৮ তম মৃত্যবার্ষিকী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় এসসি-এসটি-র চেয়ারম্যান অরুণ হালদার, জাতীয় সভাপতি দারা বাউরি, রাজ্য মাইনরিটির সভাপতি সৈয়দ ইকবাল খান, বিধায়ক অজয় পোদ্দার, আসানসোল পুরসভার উপপুরপ্রধান অভিজিত ঘটক, সংস্থার দুই কর্ণধার পিঙ্কি পাল মণ্ডল,রাহুল বাউরি-সহ সুশান্ত মণ্ডল, মালা মাঝি ও জাতীয় সহ সভাপতি ডাবলু বাউরি প্রমুখ। জাতীয় এসসি-এসটি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরুণ হালদার বলেন, এসসি-এসটি-মাইনোরিটি সমাজের মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এসসি-এসটি-ওবিসি-মাইনোরিটি জয়েন্ট ফোরামের কর্ণধার পিঙ্কি পাল মণ্ডল এই সমাজে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও দুঃস্থ মানুষদের পাশে নিরন্তর কাজ করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যে

এসইউডি লাইফ বিকশিত ভারত

মুম্বাই, ৬ ডিসেম্বর ঃ স্টার ইউনিয়ন দাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড তার ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান অফারগুলির অংশ হিসাবে দুটি নতুন তহবিল চালু করেছে - Viksit Bharat Fund এবং New India Leaders Fund .Viksit Bharat Fund সেই ব্যবসাগুলিতে বিনিয়োগ করবে যা আজকের ভারতকে আগামীকালের Viksit Bharat-এ রূপান্তরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভিক্সিত ভারত তহবিলের মাল্টি-ক্যাপ, সেক্টর-অজ্ঞেয়বাদী পোর্টফোলিওটি উদীয়মান এবং সেইসাথে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির সংস্পর্শে থাকবে যারা বাস্তুতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এবং মূল্যবোধ তৈরি করছে। যাদের দীর্ঘমেয়াদী দিগন্ত এবং সামগ্রিক ভারতের বৃদ্ধির গল্পে বিশ্বাস রয়েছে তাদের জন্য এই তহবিলটি আদর্শ।অন্যদিকে, নিউ ইন্ডিয়া লিডারস ফান্ড ভারত ও বিশ্ব উভয়ের জন্য প্রযুক্তি-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন এবং ব্যাঘাতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভারতের বাইরে বিনিয়োগ করবে। বিশিষ্ট থিম হ'ল শক্তির রূপান্তর, ডিজিটালাইজেশন, ক্লাউড .

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, পুনরুদ্ধার বিভাগ,
৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮১ / ৩৫৩৩

পরিশিষ্ট -IV, বিধি ৮(১)
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এর নিয়ম ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার) বিধি, ২০০২ একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়। উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। নীচে উল্লিখিত দিনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ আইনটি পড়া হয়েছে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য এখানে উল্লেখিত পরিমাণ এবং সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য। সুরক্ষিত সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ঋণগ্রহীতা, নোটিশ এবং পাওনা ইত্যাদি।

শাখা/ নাম ও ঠিকানা / অ্যাকাউন্টের / ঋণগ্রহীতাদের জামিনদার	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা ঃ হাওড়া ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানাঃ মোঃ আলাউদ্দিন, এস /ও মোঃ সামিদ এবং সহ-ঋণগ্রহীতা- মিসেস মুন্নি বিবি, ওয়াই /ও- মোঃ আলাউদ্দিন ঠিকানাঃ (১) ১৯, সাধনা অরধালয় রোড, দক্ষিণ দমদম, শ্রীভূমি, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৪৮ (২) ফ্ল্যাট নং বি৪, ২য় তলা, ব্লক বি, হোল্ডিং নং- ১৯৪, কালীবাড়ি রোড, মৌজা- সুলতানপুর, থানা- দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০২৮	নর্থ ইস্ট সাইডে, ব্লক-বি-তে ২য় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং-বি৪-এর ইকুইটেবল মর্টগেজের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, প্রায় ৭৩৮ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ জি+-এ পড়ে রয়েছে। পৌরসভার হোল্ডিং নং-১৯৪, ওয়ার্ড নং-৮, কালীবাড়ি রোড, মৌজা-এ অবস্থিত ৩ তলা বিল্ডিং সুলতানপুর, থানা-দমদম, C.S. Dag no-৩১৪, R.S. দাগ নং-১০১৫, C.S. খতিয়ান নং-৫৭৫, J.L. নং-১০, R.S. নং-১৪৮, তৌজি নং-১৭৩, দমদম পৌরসভার অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০২৮, বিক্রয় নং রেজিস্টারকৃত দলিলের মাধ্যমে। ২০২১ সালের জন্য ।-১৯০৩০০১৯৮০ ২৮.০১.২০২১ তারিখে মোঃ আলাউদ্দিন এবং মিসেস মুন্নি বিবির নামে A.R.A.-III, কলকাতার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছে। আবদ্ধ ঃ উত্তরে- আকাশের দিকে খোলা, দক্ষিণে- সিঁড়ি দিয়ে, পূর্ব দিকে- আকাশের দিকে খোলা, পশ্চিমেঃ ফ্ল্যাট নম্বর বি৩ দ্বারা।	টাকা ২২.৪০.৬৫০.৫০ তার উপর সুদ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ১৪।০৬।২০২৪ প্রতীকী দখলের তারিখ ০৫।১২।২০২৪
শাখা ঃ হাওড়া ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানাঃ মিসেস কুমরুন নিসা, ওয়াই /ও- মহঃ আসরাদ ঠিকানাঃ ৬২, কবি মহঃ ইকবাল রোড, পোঃ - খিদিরপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২৩	নর্থ ওয়েস্ট সাইডে, ব্লক-বি-তে ২য় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং-বি৩-এর ইকুইটেবল মর্টগেজের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, প্রায় ৮৬২ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ জি+-এ পড়ে রয়েছে। পৌরসভার হোল্ডিং নং-১৯৪, ওয়ার্ড নং-৮, কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত ৩ তলা বিল্ডিং, মৌজা-সুলতানপুর,থানা-দমদম, C.S. দাগ নং-৩১৪, R.S. দাগ নং-১০১৫, C.S. খতিয়ান নং-৫৭৫, J.L. নং-১০, R.S. নং-১৪৮, তৌজি নং-১৭৩, দমদম পৌরসভার অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০২৮, বিক্রয় নং রেজিস্টারকৃত দলিলের মাধ্যমে। ।-১৯০৩০৬৬৯০ ২০২০ সালের জন্য ১৯.১২.২০২০ তারিখে সম্পাদনা করা হয়েছে A.R.A.-I II, কলকাতার অফিসে মিসেস কুমরুন নিসার নামে নিবন্ধিত। আবদ্ধঃ- উত্তরে- আকাশের দিকে খোলা, দক্ষিণে- লবি এবং ফ্ল্যাট নম্বর-বি২ দ্বারা, পূর্বেঃফ্ল্যাট নম্বর বি৪ দ্বারা, পশ্চিমেঃ আকাশের দিকে খোলার মাধ্যমে।	টাকা ২৫.৬০.১৯৭.৬০ তার উপর সুদ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ১৪।০৬।২০২৪ প্রতীকী দখলের তারিখ ০৫।১২।২০২৪

তারিখঃ ০৫.১২.২০২৪
স্থানঃ হাওড়া

স্বীকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply), BPS, KMC invites e-tender online percentage/quotation two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/KBPS/24-25/18/1st Call
Name of the work: **Replacement of 450 mm dia butterfly and sluice valve for inlet by pass line at Kalighat BPS.** Estimated cost: **₹ 3,88,113.73.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/24-25/10/1st Call
Name of the work: **Replacement of corroded pipes of submersible pumps at Chetla BPS.** Estimated cost: **₹ 4,65,791.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date of submission of bid: **17.12.2024 - 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **19.12.2024 - 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **07.12.2024 - 2 PM ((For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/60
Name of the work: **Construction of sub base by SBF soling and jhama khoa for bitumen laying work from middle RCC stair to loading unloading bay of CWPS-IV SUGR of Garden Reach Water Works.** Estimated amount: **₹ 2,51,042.00.** Earnest money: **₹ 5,021.00.** Period of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/286
Name of the work: **Development of underbed by SBF soling and jhama khoa for bitumen laying work from middle RCC stair to south east corner of CWPS-IV SUGR of Garden Reach Water Works.** Estimated amount: **₹ 2,59,035.00.** Earnest money: **₹ 5,181.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **21.12.2024 at 2 PM/23.12.2024 at 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/W79-11/T-55/24-25
Name of the work: **Replacement of old and worn out 150 mm dia F.W. main by new 150 mm dia D.I. pipe from 49/5 K. M. Sarani to 49/5/H/213 K. M. Sarani in Ward No.-79.** Estimated amount: **₹ 3,78,951.00.** Earnest money: **₹ 7,600.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **19.12.2024 at 11 AM/21.12.2024 at 11 AM.**
(2) NIT No. : KMC/WS/W77-02/T-59/24-25
Name of the work: **Restoration of F.W. supply at different spots near 1/E/H/24 Ibrahim Road, 3/H/16 B. K. Road, 11/2H/19 M. M. Ali Road and surrounding slum area in Ward No.-77.** Estimated amount: **₹ 1,98,264.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/W77-03/T-60/24-25
Name of the work: **Restoration of F.W. supply at different spots near 25/4 Kavi Md. Ekbal Road, 74/H/3 Dr. S. B. Road, 11/2H/17 M. M. Ali Road and surrounding area in Ward No.-77.** Estimated amount: **₹ 1,98,809.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(4) NIT No. : KMC/WS/W77-04/T-61/24-25
Name of the work: **Augmentation of filtered water supply providing 150 mm dia M.S. pipe near 28/9/9 Mansatala Lane alongwith 100 mm dia air release valve in Ward No.-77.** Estimated amount: **₹ 1,98,541.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **21.12.2024 at 11 AM/23.12.2024 at 11 AM (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**
(5) NIT No. : KMC/WS/WEST/W-71/T-04/2024-25
Name of the work: **Augmentation of F.W. supply by providing 100 mm dia pick up connection from 23 to 30A Debendra Ghosh Road in Ward No.-71.** Estimated amount: **₹ 2,12,079.00.** Earnest money: **₹ 4,250.00.** Period of completion: **05 days.**
(6) NIT No. : KMC/WS/West/W88/T-14/2024-25
Name of the work: **Diversion of 100 mm dia filtered water service main at Sree Mohan Lane in Ward No.-88.** Estimated amount: **₹ 1,42,013.00.** Earnest money: **₹ 2,850.00.** Period of completion: **10 days.**
(7) NIT No. : KMC/WS/W/MAINS/T-05/24-25
Name of the work: **Strengthening of 300 mm dia F.W. R/Main by M.S. jacketing on S. P. Mukherjee Road near the Jn. of Kali Temple Road under Water Supply Department (West).** Estimated amount: **₹ 2,97,459.00.** Earnest money: **₹ 5,950.00.** Period of completion: **07 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **18.12.2024 upto 1 PM/20.12.2024 at 1 PM (For Sl. No. 5 to 7).** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 5 to 7).**

The Executive Engineer (Water Supply/Central), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIT No. : KMC/EE/WS/C/MAN/30/2M/2024-2025
Name of the work: **Repairing and maintenance of drinking water pipe line at different places in Ward No.-30.** Estimated cost: **₹ 1,96,174.47.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of online submission of bid: **21.12.2024 at 12 Noon.** Tender will be opened on: **26.12.2024 at 12 Noon.** The bid forms and other details will be available on and from **10.12.2024 at 12 Noon** from the website: **https://wbtenders.gov.in**
(2) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/13/24-25
Name of the work: **Replacement of 100 mm dia service main for improvement of filtered water supply at Ratu Sarkar Lane in Ward No.-44.** Estimated cost: **₹ 3,69,682.00.** Earnest money: **₹ 7,394.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.12.2024 at 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **26.12.2024 at 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on the website: **https://etender.wb.nic.in**
(3) NIe-T No. : KMC/WS/C/SEC-F/Wd-36/15/24-25
Name of the work: **Development by unfiltered water supply system at A.P.C. Road (from 297/1/H/6, A.P.C. Road to 297/1/H/14, A.P.C. Road) by providing of new laying of 100 mm dia DI main pipe in Ward No.-36 under Borough-V.** Estimated amount: **₹ 2,64,932.82.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of online submission of tender: **21.12.2024 at 12 Noon.** Tender open date & time: **23.12.2024 at 12 Noon.** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 3).**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XVI, KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/JOKA/27/2024-25
Name of the work: **Leakage repairing work of 600 mm dia C.I. pipe at D. H. Road near Chowrasta Metro and 500 mm dia C.I. pipe at Santosh Roy Road near Nistarini Kalimandir and KMC Primary School, 150 mm dia pipe near 25/8 D. H. Road in Ward No.-123.** Estimated cost of the work: **₹ 1,70,585.00.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **18 days.** Last date of submission of bid: **21.12.2024 upto 4 PM.** Tender will be opened on: **24.12.2024 at 1 PM.** The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 at 5 PM** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/13/24-25/4 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of filtered water pressure on 400 mm dia reserve main by interconnection of 400 mm dia and 300 mm dia near Shibrampur Girls High School on Biren Roy Road (West) in Ward No.-127.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,75,791.88.** Earnest money: **₹ 9,600.00.** Period of completion: **21 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/11/24-25/1 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of F/W supply works for damaged portions of 500 mm dia reserve main pipe lines at 41B, Ho-Chi-Minh Sarani, Biren Roy Road (West) near H/No. 46/2, 528/N, etc. with some ancillary works in Ward No.-128 (BR-XIV).** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,69,136.13.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **12 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/14/24-25/2 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of different dia water reserve main at R.R.M. Roy Main Road (H/No. 80/5, 293/1, 181/2F), with allied works in Ward No.-121, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,84,566.73.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **21.12.2024 (upto 4 PM) (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **24.12.2024 (at 4 PM) (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 at 4 PM (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/DYCE/P_S/II/19/01/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of road side garden by providing bamboo fencing with plantation work including beautification work by providing fibre glass model along northern side footpath of B. K. Paul Avenue and other places in Ward No.-19.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,931.03.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **40 days.**
(2) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/97/04/24-25R1 (2nd Call)
Name of the work: **Renovation of the statue structure of Swami Vivekananda near Moore Avenue in Ward No.-97, BR-X.** Estimated cost: **₹ 4,62,101.30.** Earnest money: **₹ 9,300.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **16.12.2024 - 1 PM (For Sl. No. 1)** and **14.12.2024 - 1 PM (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **07.12.2024 (10 AM) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**
(1005/24-25)

‘গোধূলি’ কাজে লাগানো হল না প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ার নামেই

অ্যাডিলেড, ৬ ডিসেম্বরঃ অ্যাডিলেডেও কি পারথের পুনরাবৃত্তি হবে? এখনও অবধি তার গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে। কিছুটা মিল রয়েছে। অনেকটা অমিল। পারথে প্রথম ইনিংসে ভারত মাত্র ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরার প্রথম স্পেল এবং দিন শেষের স্পেল অস্ট্রেলিয়াকে চরম বেকায়দায় ফেলেছিল। এখানে অবশ্য তা হয়নি। বরং প্রথম দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়াই। গোলাপি বলে সবচেয়ে কঠিন কাজ, গোধূলির সময় ব্যাটিং। সেই সুযোগটা ছিল ভারতীয় বোলারদের সামনে। জসপ্রীত বুমরা ফিরিয়েছিলেন উসমান খোয়াজাকে। কিন্তু এরপর আর কোনও ড্যামেজ হয়নি। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ভারতীয় শিবির। ভারতের ‘লাকি’ ডে হতে পারত। লোকেশ রাহুলের উইকেট নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গ মিলেছিল দু-বার। ঋষভ পন্থেরও ক্যাচ ড্রপ হয়। তাতেও অবশ্য বিশাল স্কোর হল না প্রথম ইনিংসে। সুপার স্টাররা প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ। ভারত আবারও ১৫০-র মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, এরকম পরিস্থিতিও তৈরি হল। তরুণ অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডির ক্যামিও ইনিংস ভারতকে স্বস্তি দেয়। ৫৪ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলেন নীতীশ। এটিই সর্বাধিক স্কোর। ভারতের ইনিংস শেষ ১৮০ রানেই। অস্ট্রেলিয়া যখন ব্যাটিংয়ে নেমেছে, লাইটের দিক থেকে কঠিন সময়ের শুরু। কিন্তু উসমান খোয়াজার উইকেট ছাড়া আর কিছু মেলেনি। কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা অজি ওপেনার নাথান ম্যাকসোয়েনি, ফর্ম খুঁজে বেড়ানো মার্নাস লাবুশেন ধৈর্যের পরীক্ষা দেন। জসপ্রীত বুমরার ওভারগুলো কাটিয়ে দিলে ভারতীয় শিবির যে পাল্টা চাপে পড়বে, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। মহম্মদ সিরাজ গোলাপি বলে লাইন-লেন্থ খুঁজে গেলেন। শেষ সেশনে ২৩ ওভার খেলা হল। এর মধ্যে রান উঠেছে ৮২। উইকেট পড়েছে ৪টি। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র একটি উইকেট। ওভার প্রতি রান উঠেছে ৩.৫৭। প্রথম দিনের শেষে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান তুলে নিয়েছে

অস্ট্রেলিয়া। তাদের ব্যাটিং লাইন আপের গভীরতা অনেক। পাঁচ বোলার ব্যবহার করে আপাতত ভারতের ঝুলিতে ১ উইকেট। অজিরা এখনও পিছিয়ে ৯৪ রানে। তবে কোনও ভাবে অস্ট্রেলিয়ার লিড প্রথম ইনিংসে ১০০ ছাপিয়ে গেলে ভারতের কাজ কঠিন হবে। অ্যাডিলেডে পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে আলোচনার উঠে এল অজি পেসার মিচেল স্টার্ক এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন মুখ নীতিশ কুমার রেড্ডি। প্রথম দিনের শুরুতেই যখন ভারতের তারকা ব্যাটারার উইকেট হারিয়ে এক এক করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন। সেই সময়ে নীতিশের ব্যাটে জমে ওঠে আক্রমণ। ৪১তম ওভারের প্রথম বলেই তিনি এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে বিশাল একটি ছক্কা মারেন। এরপরের ওভারে স্কট বোল্যান্ডকে দুটি ছক্কা হাঁকানোর পর মনে হতে থাকে, ভারতীয় ইনিংস হয়তো বড় সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু শেষমেশ ৪২ রান করে নীতিশ আউট হয়ে যান এবং ভারতীয় দল ১৮০ রানে অলআউট হয়ে যায়। নীতিশ রেড্ডি যে সময় মাঠে ছিলেন, তিনি দলের জন্য অনেকটা অক্সিজেনের কাজ করেছিলেন। ভারতীয় দল তখন চাপে ছিল এবং দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা খুব বেশি রান করতে পারেননি। তবুও, নীতিশের ইনিংস দলকে কিছুটা সম্মানজনক সংগ্রহে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। তাঁর ৪২ রান ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা দলকে অল্প হলেও একটি সম্মানজনক সংগ্রহ এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক এই টেস্টে একটি বিশেষ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। তিনি রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে ৬ উইকেট শিকার করেছেন, যা তাঁর টেস্ট ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্স। স্টার্কের শিকারের তালিকায় রয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল (০), কেএল রাহুল (৩৭), বিরাট কোহলি (৭), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (২২), হর্ষিত রানা (০) এবং নীতিশ রানা (৪২)। স্টার্কের দুর্দান্ত বলের সামনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বেশ কিছুটা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে প্রতিটি ম্যাচই বড় আকারে একটি যুদ্ধের মতো হয়ে ওঠে। শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও ক্রিকেটাররা একে অপরকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। গত টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের সাথে মিচেল স্টার্কের এক উত্তপ্ত লড়াই দেখা গিয়েছিল। যশস্বী স্টার্কের প্রতি মন্থর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু স্টার্ক তার পরিপক্বতা ও তীব্র আক্রমণে ভারতীয় ওপেনারকে প্রথম বলেই আউট করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের এই পারফরম্যান্সে যেমন কিছু নতুন নায়ক উঠে এসেছে, তেমনি দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের কাছ থেকেও কিছু শিক্ষণীয় দৃশ্য পাওয়া গেছে। যেহেতু ভারতের ব্যাটিং ধুঁকছিল, তাতে নীতিশ রেড্ডি ও অন্যান্য খেলোয়াড়রা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষমেশ অস্ট্রেলিয়া তাদের শক্তিশালী পেস আক্রমণে ভারতীয় দলের ভাঙন ধরিয়ে দেয়।

ছয় বছর পর মিডল অর্ডারে রোহিত শর্মা, ‘সেরা’ পরিসংখ্যান সঙ্গ দিল না!

অ্যাডিলেড, ৬ ডিসেম্বরঃ দীর্ঘ ছয় বছর। ছয় নম্বর। কেরিয়ারের শুরুর দিকে মিডল অর্ডারেই ব্যাট করতে রোহিত শর্মা। সে সময় শক্তিশালী ওপেনিং জুটি। মিডল অর্ডার ছাড়া উপায় ছিল না। তবে ভারতের তারকা ক্রিকেটাররা অবসর নিতে পরিস্থিতি বদলায়। সেটা প্রাথমিক ভাবে খারাপ হলেও আদতে রোহিতের জন্য শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্ক রাহানে! রোহিত কোথায় খেলবেন? অবশেষে তাঁকে সাদা বলের ক্রিকেটের মতো টেস্টেও ওপেনিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেটাই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। সাদা বলের পাশাপাশি টেস্টেও বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার হয়ে ওঠেন রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে ফিরতে হল মিডল অর্ডারে। কিন্তু সেরা পরিংসখ্যান সঙ্গ দিল না। পারথ টেস্টে ছিলেন না ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হতাশার সিরিজ কেটেছে। অ্যাডিলেডে ফিরে আরও চাপে পড়েন। পারথ টেস্টে ভারতের ওপেনিং জুটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ। রোহিত ফেরায় এই জুটি ভাঙার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট, রোহিত কেউই সেটা চাননি। ক্যাপ্টেন রাজী হয়েছিলেন যশস্বী-রাহুলই ওপেন করুক। তিনে শুভমন। তিনি মিডল অর্ডারে ব্যাট করবেন, তবে নম্বর তখনও ঠিক হয়নি। ছয় বছর পর মিডল অর্ডারে নামলেন। ছয় নম্বরই বেছে নিলেন রোহিত। একদিক থেকে মনে হয়েছিল, সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করা সুবিধার। যদিও হতাশায় মাঠ ছাড়তে হল রোহিতকে। স্কট বোল্যান্ডের ডেলিভারিতে লেগ বিফোর। রিভিউয়ের কথা ভাবনায় এলেও পন্থের সঙ্গে আলোচনার পর না নেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেন। রিভিউ নিলেও লাভ হত না। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। ২৩ বলে ৩ রানেই শেষ ক্যাপ্টেনের ইনিংস। পরিসংখ্যান বলছে, টেস্টে ছয় নম্বরে ২৬ ইনিংসে তাঁর হাজারের উপর রান ছিল। ব্যাটিং গড় ৫৪.৭! ব্যাটিং অর্ডারে ৩-৪-৫ নম্বরে যা খুবই খারাপ। তিনে ব্যাটিং গড় ২১.৪, চারে ১ ইনিংসে ৪ রান, পাঁচে ১৬ ইনিংসে ৪৩৭ রান, গড় ২৯.১। ওপেনিংয়ে ৬৪ ইনিংসে ৪৪ গড়ে ২৬৮৫ রান রয়েছে তাঁর। পরিসংখ্যান যতই বলুক ছয় নম্বরেই রোহিত সেরা, কিন্তু ছয় বছর পর তা হল না।

‘চুক্তি মতো টাকা দেয়নি’, বিপিএলের দলকে নিশানা ক্ষুব্ধ তাহিরের

মীরপুর, ৬ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলে চুক্তি মতো টাকা পাননি ইমরান তাহির। পুরনো দল রংপুর রাইডার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেই সরব হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার। আগেও বেশ কয়েক জন বিদেশি ক্রিকেটার বিপিএল খেলে চুক্তি মতো টাকা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। তবে তাহির ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রকাশ্যে। গ্লোবাল সুপার লিগের ম্যাচে বাংলাদেশের রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছিল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। গায়ানার অধিনায়ক তাহির টসের সময়ই পুরনো দলের বিরুদ্ধে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। টসের পর তাহিরকে প্রশ্ন করা হয়, এই ম্যাচে ভাল খেলতে আপনাকে কোন বিষয় অনুপ্রাণিত করবে? প্রশ্ন শুনেই পুরনো দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাহির। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার অভিযোগের সুরে বলেন, ‘‘প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য মাঠে নামি আমরা। এই ম্যাচেও আলাদা কোনও লক্ষ্য নেই। তবে এই ম্যাচের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। গায়ানার জন্য জিততে চাই। একটা ব্যক্তিগত বিষয়ও আছে। গত বছর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলাম। এখনও চুক্তি মতো পুরো টাকা পাইনি। এটাই এই ম্যাচে আমার অনুপ্রেরণা। তাই এই দলটার বিরুদ্ধে সত্যিই ভাল খেলতে চাই।’’

চেন্নাই ম্যাচে ফ্যাক্টর হেক্টর, নিশুর অনুপস্থিতি! কোন পরিকল্পনা অস্কারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বরঃ এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, ইস্টবেঙ্গল এফসির জন্য চলতি আইএসএল মরশুম শুরু হয়েছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। তবে, এক টানা কঠোর পরিশ্রম এবং দলের নব নিযুক্ত কোচ অস্কার ব্রুজোর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে দল নিজের ছন্দে ফিরছে। বিশেষ করে, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে প্রথম জয় পাওয়ার পর এক নতুন আশা দেখা দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায়, এবার দলকে আরো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো মেনে নিচ্ছেন যে, দলের এখনও অনেক কিছু করার আছে। শুরুতে কিছু ম্যাচে অচলাবস্থায় ভুগলেও, এখন দল অনেকটাই গোছানো। গত সপ্তাহে ঘরের মাঠে যুবভারতীতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারানোর পর দলটির আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। তবে, সেই জয় তলিয়ে গেলেও কোচ জানেন যে প্রতিটি ম্যাচই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি যে শক্তিশালী, সেটা তিনি ভালোভাবেই জানেন। একদিকে যেমন ইস্টবেঙ্গল তার গতির ধারায় এগিয়ে যেতে চাইছে, তেমনি অন্যদিকে এই ম্যাচে দলের ভেতরের কিছু সমস্যা রয়েছে যা কোচের চিন্তা বাড়িয়েছে। দলটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, যেমন হিজাজি মাহের, হেক্টর ইউস্তে, সাউল ক্রেসপো, এবং ক্লেন্টন সিলভা ইতিমধ্যে তিনটি করে হলুদ কার্ড পেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে, চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে কোনো একজন যদি আরও একটি কার্ড দেখেন, তাহলে পরবর্তী ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না। যদিও কোচ ব্রুজো জানান ফুটবল একটি কন্টিনজেন্সি খেলা, তাই কার্ড দেখার বিষয়টা তিনি অতিরিক্ত ভাবনা

হিসেবে দেখেন না। কিন্তু, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণভাগের গুরুত্বপূর্ন খেলোয়া। হেক্টর ইউস্তের অনুপস্থিতি। অনুশীলনে তাঁর অনুপস্থিতি ইস্টবেঙ্গলের জন্য একটি বড় সংকেত। ইউস্তে একজন অভিজ্ঞ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, যার উপর কোচের আস্থা রয়েছে। যদি তিনি চেন্নাই ম্যাচে অনুপস্থিত থাকে, তাঁর পরিবর্তে যিনি খেলবেন, তার ওপর ভরসা রেখে দলের শক্তি ও সংহতি বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে, আগামী ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে জয়কে সামনে রেখে ব্রুজো তার খেলোয়াড়দের নিয়ে ইতিমধ্যে কৌশল তৈরি করে ফেলেছেন। ব্রুজো জানেন, চেন্নাইয়িন এফসি খুব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এবং তাদের বিপক্ষে জিততে হলে একাগ্রতা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে হবে। তাই দলের প্রতিটি ফুটবলারের ওপর কোচের আস্থা রয়েছে, বিশেষ করে তরুণ খেলোয়াড়দের ওপর যারা আগে থেকে নিজেদের প্রমাণ করেনি। চেন্নাইয়িন এফসির মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচটি হবে এক চ্যালেঞ্জিং লড়াই। এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল যদি তাদের সেরা ফর্মে ফিরে আসে, তবে তবেই পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত থাকা যাবে। তবে কোচ ব্রুজো দলের শক্তির জায়গাগুলিকে তুলে ধরতে এবং দুর্বলতার জায়গাগুলিতে কাজ করতে চাইছেন। মশাল ব্রিগেড অত্যন্ত উৎসাহী এবং দলের প্রতি তাদের এক অদ্ভুত প্রেম রয়েছে। একদিকে যখন কোচ ব্রুজো দলে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন করতে পারেন, তখন অন্যদিকে ভক্তদেরও আশা যে দলটি যেন সাফল্য লাভ করে এবং পরবর্তী ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। তাদের কাছে প্রতিটি ম্যাচই বিশেষ, কারণ লাল-হলুদের ফ্যানরা জানে, প্রতিটি জয়ে দলটি তাদের ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল করবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন রোনাল্ডো?

রিয়াধ, ৬ ডিসেম্বরঃ ইসলাম গ্রহণ করবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? সৌদি আরবে খেলতে এসে সিআর সেভেন কি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন? নির্দিষ্ট ভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে জল্পনা তৈরি হয়েছে রোনাল্ডোরই প্রাক্তন সতীর্থ ওয়ালিদ আবদুল্লার একটি মন্তব্যে। একটি ম্যাচে গোল করার পর রোনাল্ডোকে মাঠে সাজদা (প্রার্থনা) করতে দেখা গিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আল নাসেরের প্রাক্তন গোলরক্ষক আবদুল্লা বলেছেন, ‘‘রোনাল্ডো সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার বিষয়টা নিয়ে কথাও হয়েছিল। তখন রোনাল্ডো আগ্রহও দেখিয়েছিল। একটা ম্যাচে গোল করার পর রোনাল্ডোকে সাজদা করতে দেখেছিলাম আমরা। সব সময় বাকি খেলোয়াড়দের প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করত। তা ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি মেনে চলতেও দেখেছি রোনাল্ডোকে।’’ আবদুল্লা আরও বলেছেন, ‘‘অনুশীলনের সময় আজান শুনতে পেলে রোনাল্ডো কোচকে অনুরোধ করত, নমাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য। গোল করার পর ওকে কয়েক বার ‘আল্লা হু আকবর’ বলতেও শুনেছি।’’

শারজায় ১৩ বছরে কোটিপতি বৈভবের ব্যাটে ম্যাজিক, যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারত

শারজা, ৬ ডিসেম্বরঃ মাত্র ১৩ বছর বয়স তাঁর। রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে আইপিএলের মেগা নিলামে রাতারাতি কোটিপতি বানিয়েছে। আর কোটিপতি হয়েই কি মাথা ঘুরে গিয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর? দিনকয়েক আগে এটাই বলাবলি হচ্ছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। কারণ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের হয়ে প্রথম ২টো ম্যাচে রান পাননি তিনি। পাকিস্তান ম্যাচে ১ রানে আউট হয়েছিলেন। এরপর জাপানের বিরুদ্ধে অবশ্য ২৩ রান করেছিলেন। কিন্তু সমালোচনা শুরু হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ান বৈভব। ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন। সেই সুবাদে ভারত ওঠে যুব এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে। আর শেষ চারের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দেখা গেল বৈভবের ব্যাটে ম্যাজিক। শারজায় টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৭৩ রানে অলআউট লঙ্কানরা। টিমের হয়ে সর্বাধিক রান লকভিনের (৬৯)। ১৭৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে আয়ুষ মাহত্রে ও বৈভব সূর্যবংশী ওপেনিং জুটিতে তোলেন ৯১ রান। নবম ওভারে আয়ুষ (৩৪) আউট হন। এরপর বৈভব জুটি বাঁধেন সিদ্ধার্থের সঙ্গে। ২৪ বলে

হাফসেঞ্চুরি করেন বৈভব। তিনি যে ছন্দে ছিলেন, তাতে ভারতকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারতেন। কিন্তু ১৪তম ওভারে বৈভবকে ফেরান মানিষা। ৩৬ বলে ৬৭ রানের ইনিংস উপহার দেন বৈভব। তাতে মেরেছেন ৬টি চার ও ৫টি ছয়। ২১.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে টার্গেট পূরণ করে ফেলে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বৈভব। যুব এশিয়া কাপের অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মুখোমুখি হয়েছিল। ওই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে পাকিস্তান ১১৬ রানে অলআউট হয়েছিল। বাংলাদেশ ১৬৭ বল বাকি থাকতেই টার্গেট পূরণ করে ফেলে। ২২.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ তোলে ১২০ রান। এবং ভারতের পর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট হিসেবে ট্রফির শেষ লড়াইয়ে উঠেছে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ

মেসির মায়ামির ম্যাচ দিয়ে শুরু ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপ, মাঠে থাকতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

৩২ দলের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ৩১তম দল হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। তবে টুর্নামেন্টে মাঠে নামবে তারা সবার আগে। আগামী ১৫ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মায়ামিতে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজদের প্রতিপক্ষ আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন আল আহলি।

মায়ামি, ৬ ডিসেম্বরঃ সত্যিকার অর্থেই বৈশ্বিক রূপ নেওয়া ক্লাব বিশ্বকাপের নতুন চেহারার প্রথম আসরের ড্র অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার মায়ামিতে। ড্র পরিচালনা করেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী গ্রেট আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো। ড্রয়ের আগে ট্রফি উন্মোচন করেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্তি ইনফান্তিনো ও ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডো। ড্র অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি রেকর্ডকৃত ভিডিও দেখানো হয়। সেখানে নিজের উপস্থিতির আশ্বাস দিয়ে তিনি প্রশংসা করেন ফিফা সভাপতির। ‘‘অবিশ্বাস্য এক আসর হতে যাচ্ছে এটি। আমি চেষ্টা করব সেখানে থাকতে। স্রেফ এটুকু বলতে চাই যে, আপনাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দারুণ একজন, যার নাম জিয়ান্নি। আমি তাকে স্রেফ জিয়ান্নি হিসেবেই জানি, সে একজন বিজয়ী। সে প্রেসিডেন্ট, আমিও প্রেসিডেন্ট। পরস্পরকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি আমরা। তার সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক থাকায় আমি দারুণ গর্বিত, কারণ ফুটবল খেলাটি ক্রমেই নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে। সবাই জানে, এটা খুব ভালো করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও খেলা হিসেবে এটা দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।’’ আগে সাধারণত ছয় দলকে নিয়ে সাত ম্যাচের আসর শেষ হয়ে যেত ১০-১১ দিনেই। নতুন সংস্করণে ৩২ দলের টুর্নামেন্ট হবে ২৮ দিন ধরে, মোট ম্যাচ ৬৩টি। মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে মহাদেশীয় আসরগুলোয় গত চার মরসুমের র‍্যাঙ্কিং মিলিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে অংশগ্রহণকারী দলগুলি। কদিন আগে কোপা লিবের্তাদোরেস জিতে সবশেষ দল হিসেবে এই আসরে খেলা নিশ্চিত করে ব্রাজিলের ক্লাব বতাফোগো। ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মায়ামির অংশগ্রহণ অবশ্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আগেই। আয়োজ দেশের একটি দলের কোটায় তাদেরকে সুযোগ দিয়ছে ফিফা। তবে যুক্তরাষ্টের মেজর লিগ সকারের মূল আসর এমএলএস কাপের প্রথম রাউন্ড উতরাতেই ব্যর্থ হয় তারা। ইস্টার্ন কনফারেন্সে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে রেকর্ড গড়ে সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ের পরপরই ক্লাব বিশ্বকাপে তাদের নাম চূড়ান্ত জানিয়ে দেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। শনিবার এমএলএস কাপের ফাইনালে লড়বে এলএ গ্যালাক্সি ও নিউ ইয়র্ক রেড বুলস। কিন্তু তাদের সামনে সুযোগ নেই ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার। গ্রুপ পর্বের ড্রয়ে বড় দলগুলির মধ্যে একসঙ্গে পড়েছে কেবল ম্যানচেস্টার সিটি ও জুভেন্তাস। ক্লাব বিশ্বকাপের সবশেষ আসরের জয়ী দল সিটি। ক্লাব বিশ্বকাপের সফলতম দল ও উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের গ্রুপে আছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন আল হিলাল। আট গ্রুপের শীর্ষ দুটি করে দল যাবে পরের ধাপে। এরপর সিঙ্গল রাউন্ড নকআউট ম্যাচের ধাপ পেরিয়ে হবে সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল। তৃতীয় স্থান নিধারণী কোনো ম্যাচ নেই। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনাল আগামী ১৩ জুলাই।

কোন দল কোন গ্রুপে

● গ্রুপ এ- পালমেইরাস (ব্রাজিল), পোর্তো (পর্তুগাল), আল আহলি (মিশর), ইন্টার মায়ামি (যুক্তরাষ্ট্র) ● গ্রুপ বি- পিএসজি (ফ্রান্স), আতলেতিকো মাদ্রিদ (স্পেন), বতাফোগো (ব্রাজিল), সিয়াটল সাউন্ডার্স (যুক্তরাষ্ট্র) ● গ্রুপ সি- বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি), অকল্যান্ড সিটি (নিউ জিল্যান্ড), বোকা জুনিয়র্স (আর্জেন্টিনা), বেনফিকা (পর্তুগাল) ● গ্রুপ ডি- ফ্লামেঙ্গো (ব্রাজিল), এসপেরাঁস (তিউনিসিয়া), চেলসি (ইংল্যান্ড), লিওন (মেক্সিকো) ● গ্রুপ ই- রিভার প্লেট (আর্জেন্টিনা), উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস (জাপান), মন্তেরেই (মেক্সিকো) ● গ্রুপ এফ- ফ্লুমিনেসি (ব্রাজিল), বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (জার্মানি), উলসান এইচডি (দক্ষিণ কোরিয়া), মামেলুয়েডি সানডাউন্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) ● গ্রুপ জি- ম্যানচেস্টার সিটি (ইংল্যান্ড), উইদাদ এসি (মরক্কো), আল আইন (সংযুক্ত আরব আমিরশাহী), জুভেন্তাস (ইতালি) ● গ্রুপ এইচ- রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন), আল-হিলাল (সৌদি আরব), পাচুকা (মেক্সিকো), রেড বুল সালসবুর্ক (অস্ট্রিয়া)

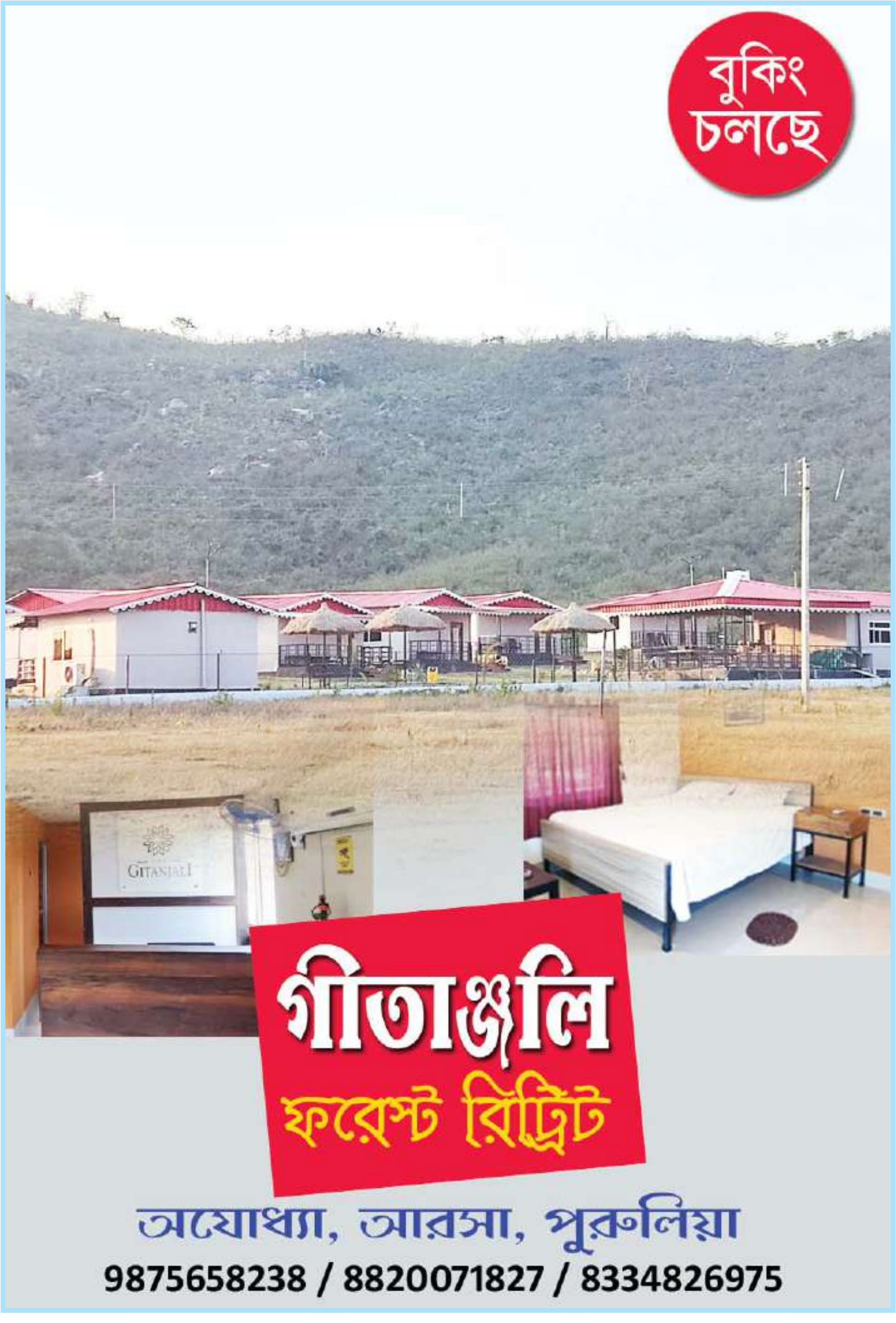

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com